ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 August, 2024 ■ আগরতলা ৪ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১৯ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খাদ্য শষ্য উৎপাদনে ভারত বর্তমানে বিশ্বে উদ্বৃত রাষ্ট্র ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নয়াদিল্লির জাতীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (এনএএসসি) মিলনায়তনে কৃষি অর্থনীতিবিদদের ৩২ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এবারের সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, দীর্ঘস্থায়ী কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার দিকে রূপান্তর ঘটানোউ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, কৃষি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও নানা দ্বন্দের অবসান কল্পে বিশ্ব ব্যাপী নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দীর্ঘস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়নের জরুরী প্রয়োজন মেটানোউ সম্মেলনে প্রায় ৭৫টি দেশের এক হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন।

সম্মেলনে ভাষনদান কালে প্রধানমন্ত্রী, ৬৫ বছর পর ভারতে কৃষি অর্থনীতিবীদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিএই)আয়োজন করায় সন্তোষ প্রকাশ করেনউ ভারতে ১২ কোটি কৃষক, ৩ কোটি মহিলা কৃষক, ৩ কোটি মৎসজীবি ও ৮ কোটি প্রাণী পালকদের তরফে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা এমন এক দেশে রয়েছেন, যেখানে ৫০ কোটিরও বেশি গবাদি পশু রয়েছে। ভারতের মত কৃষি ও পশুপ্রেমী দেশে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও খাদ্যে প্রাচীনা ভারতীয় বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার পরম্পরার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতের কৃষির ঐতিহ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে

অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা তুলে ধরেনউ তিনি খাদ্যের ঔষুধিগুনের পেছনে বিজ্ঞানের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

সহস্র বছরের পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করেই ভারতে কৃষির বিকাশ ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত প্রায় ২০০০ বছর পুরানো কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ "কৃষি পরাশরের" কথাও উল্লেখ করেনউ প্রধানমন্ত্রী ভারতে কৃষি বিষয়ক গবেষনা ও শিক্ষা প্রসারের এক শক্তিশালী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। ১০০টিরও বেশি গবেষনা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (আই সি এ আর), নিজেই এ ব্যাপারে গর্ব করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, কৃষি বিষয়ক শিক্ষার জন্য ভারতে ৫০০ টির বেশি মহাবিদ্যালয় ও ৭০০টির বেশি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে। ভারতে কৃষি ব্যবস্থার ওপর ছয়টি ঋতুর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে ১৫ টি কৃষি জলবায়ু অঞ্চল রয়েছে। তিনি বলেন, এসব অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে ফসল উৎপাদনের স্বতন্ত্র গুনাবলী রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর পর কৃষি উতাদন চিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মত দেশে জমিতে চাষাবাদ হোক বা, হিমালয় অঞ্চল, জলাভাব স্থান, মরুভূমি হোক বা উপকুলীয় অঞ্চল, ভারতে খাদ্য উৎপাদনের এই বৈচিত্র, বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতকে এক গুরুত্বপূর্ন স্থানে নিয়ে এসেছে ও বিশ্বের কাছে ভারত এক আশার আলো হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। ৬৫ বছর আগে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষি অর্থনীতিবীদদের সম্মেলনের কথা স্মরন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এখন এক স্বাধীন স্বত্বার স্বাধীন জাতির দেশ হয়ে উঠেছে, ভারতকে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উৎপাদনের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছেউ ভারত বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত এক দেশ। দুধ, ডাল মশলা উতাদনে বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদক দেশ। খাদ্যশষ্য, ফলমূল, শাকসবজি, তুলা, চিনি, চা পাতা এবং মাছ উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। প্রধানমন্ত্রী সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের তথ্য অনুসারে

টানা বৃষ্টিতে রাজ্যে সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি ১টি মারাত্মকভাবে ক্ষতি ৩৭টি, আংশিক ৮২টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় টানা দুইদিনের বৃষ্টিপাতে রাজ্যের একাধিক জায়গায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু হতাহতের কোনো খবর নেই। রাজ্য জুড়ে ১টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৩৭টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৮২টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিপূরণের সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্য দুর্যোগে মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে এমনটাই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগে মোকাবিলা দফতরের রিপোর্টে জানা গেছে, ভারী বর্ষণে পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা, উনকৌটি এবং সিপাহীজলা জেলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। কিন্তু, ধলাই জেলার অধীন লংতরাই ভ্যালি এবং গন্ডা তুইসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই জায়গায় ২১টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৪৯টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনি, খোয়াই জেলায় একটি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রিপোর্টে আরো জানা গিয়েছে, টানা দুইদিনের বৃষ্টিতে গোমতী জেলার করবুক এবং অমরপুরে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকালের বৃষ্টিতে করবুকের মহাদেব পাড়ায় পাহাড়ে ধস পড়ে বন্ধ যান চলাচল। ওই সব এলাকায়

রাজ্যে টানা বর্ষণে শরণার্থী ক্যাম্পে ঠাঁই নিয়েছে রাজ্যের বহু মানুষ। শনিবারের তোলা ছবি।

বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে নতুন ধনসার্দার পারা জে বি স্কুল এবং চেল্লাকাহাম বিদ্যালয়ে শরনার্থী শিবিরের পৌঁছানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত নতুন ধনসার্দার পারা জে বি বিদ্যালয়ে মোট ১০টি পরিবারের ২৮ জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ৮ জন, মহিলা ১১ জন এবং শিশু ৯ জন রয়েছে। তেমনি, চেল্লাকাহাম বিদ্যালয়ে শরনার্থী শিবিরের মোট ৫টি পরিবারের ২৪ জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ৯ জন, মহিলা ১২ জন এবং শিশু ৩ জন রয়েছে। তাছাড়া, ইতিমধ্যে ধস পড়া রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। তেমনি, অমরপুরে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে ঢাকাইয়া পারা এবং বীরগঞ্জ উত্তর পারা হেলথ সাব সেন্টারে শরনার্থী শিবিরের পৌঁছানো হয়েছে। এর মধ্যে বীরগঞ্জ উত্তর পারা হেলথ সাব সেন্টারে শরনার্থী শিবির বন্ধ করা হয়েছে। শুধু মাত্র ঢাকাইয়া পারা শিবিরে মোট ১১টি পরিবারের ৫৯ জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ২২ জন, মহিলা ২৪ জন এবং শিশু ১৩ জন রয়েছে। তাছাড়া, ১৬টি মারাত্মকভাবে এবং ৭টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রিপোর্টে আরো জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা, সাব্রুম এবং শান্তিরবাজারে রাস্তায় বড় ধ্বস পরে।প্রচন্ড বৃষ্টির জেরে গাছ রাস্তায় পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। ওই সব এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কের পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। *ত্রিপুরায় আজ ঐতিহ্যবাহী কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে প্রথা মেনে জনজাতি-দের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কের পূজা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।*

ত্রিপুরার রাজবংশের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব হলো কের পূজা। শ্রাবন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সাত দিনের খারচি পূজা ১৪ দেবতার মন্দিরে শেষ হওয়ার পরের সাত দিনের মাথায় শুরু হয় কের পূজা। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর পূজায় যে সব আচার-উপাচার দেখা যায়, তা কের পূজায় দেখা যায় না। প্রথমত, উপাস্য দেব-দেবীর কোনরকম মূর্তি নেই এই পূজায়। এর আচার-অনুষ্ঠান সত্যই অনুপম। আদিভৌতিক শক্তির ভয় থেকে রক্ষা পেতে এই পূজা করা হয় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পুরোহিত এবং যার নির্দেশে এই পূজা সম্পাদিত হয় তার নাম চন্তাই। কের পূজায় কঠোরভাবে নিয়ম কানুন মানা হয়। ওই নিয়ম চন্তাই যেমন নিখুঁত ভাবে মানেন, তেমনি এই নিয়ম পালনে জন ঘোষণাও দেওয়া হয়। এটাও তাঁদের পরম্পরাগত রীতি। বলা হয়ে থাকে, যে এই নিয়ম ভঙ্গ করবেন তাঁকে দৈব শক্তির কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে।

কের ও খারচি, উভয় পূজাই রাজ-পরিবরের ও ত্রিপুরার উপজাতিদের পূজা। কিন্তু, ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতেই উভয় পূজার পৃষ্ঠপোষক ত্রিপুরা সরকার স্বয়ং। দুটো পূজার ক্ষেত্রেই সরকারী পুলিশ পূজার পবিত্রতা রক্ষায় নিয়োজিত থাকে। তবে, কের পূজাকে ঘিরে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞামূলক সংস্কারও রয়েছে। এই পূজার দিনগুলিতে সমাজের প্রধান হয়ে উঠেন চন্তাই। কের পূজার সংস্কার কোনো কারণে কেউ ভঙ্গ করলে চন্তাই মহারাজ তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন। আজকাল কের পূজার সস্কার ও বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে পুজাস্থল সহ তার বাইরে বিরাট এলাকা জুড়ে। অবশ্য কের পূজার নিয়ম-কানুনের এই গন্ডি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের পশ্চিম দিকের একটি অংশের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ। নির্ধারিত ওই এলাকায় লোক জনের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই সময়ে। রাজবাড়ির বাইরের শহরের নির্দিষ্ট একটি বলয়ের মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে রাত ১০টা থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত। ওই সব স্থানে বসবাসকারী লোকজনদের ওই সময়কালে বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ থাকে। এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে কের পূজার প্রথম ৩২ ঘন্টার সময়কালের জন্য।

আরো নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি-কে কের পূজার ওই এলাকায় থাকতে দেওয়া হয় না। তেমনি, ওই অঞ্চলে সেসময় কোনো অন্তস্বত্বা মহিলা থাকলে, কের পূজার পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁকে ওই সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সম্ভাবনা, যা পূজার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে, তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত ওয়েস্টার্ন এশিয়ান ইয়ুথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে গৌরবপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে দুটি মেডেল জয় করেছে রাজ্যের প্রতিভাবান দাবাড়ু আর্শিয়া দাস। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আর্শিয়ার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। রাস্তার পাশের জঙ্গলে এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা অমরপুরের শংকর পল্লী থেকে অনারাই সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ বীরগঞ্জ থানাধীন ১ নং শংকরপল্লী থেকে অনারাই পাড়া যাওয়ার রাস্তার পাশে জঙ্গলে উদ্ধার এক ব্যাক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে পথচারীরা পঁচা দুর্গন্ধের উৎস খুজে ওই পঁচাগলা মৃত দেহের হদিস পায়। খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। পাশাপাশি, ফরেন্সিক টিমের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌছায়।স্থানীয়দের প্রাথমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪০ কোটির দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রীপদ খুইয়ে ছিলেন সুদীপ ঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। চল্লিশ কোটি টাকার দুর্নীতির দায়ে বিজেপি জোট সরকারে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদ থেকে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সরিয়ে দিয়েছিলেন। নাম না করে বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে নিশানা করলেন সুধাংশু দাস। আজ পূর্ব রাতাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চৌমুহনী বাজারে নির্বাচনী জনসভায় এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি।

আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ পূর্ব রাতাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চৌমুহনী বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

তাঁর অভিযোগ, করোনা মহামারীর সময় চিকিৎসকরা দিনরাত পরিশ্রম করেছেন।আর সেই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করছে কংগ্রেস। তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী থাকাকালীন বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই, তাঁকে তখন তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মন্ত্রীপদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তে দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বিপুল সংখ্যক বিদেশী নাগরিক ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করছেন। বিশেষ করে ত্রিপুরার অংশে (ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত) সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অনুপ্রবেশ মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হতে পারে। তাই অনুপ্রবেশ রোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের জন্য চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ত্রিপুরার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। পাশাপাশি বিদেশীদের সনাক্তকরণ করে পর্যাপ্ত জরিমানা সহ সশ্রম কারাদণ্ড এবং অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

তাই ওই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে অনুপ্রবেশ রোধে চিঠিতে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা লিখেছেন, ভারত-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্তে দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বিপুল সংখ্যক বিদেশী ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করছে। আরও বিশেষভাবে, ত্রিপুরার অংশে (ভারত-বাংলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত বিলোনীয়ায় ১১৮.৫ এমএম, সর্বানিম্ন খোয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। টানা দুইদিন ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছিল। ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহুরী এবং লাওগাং নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন এলাকার মানুষজন। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিকেল চারটা পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া ১১৮.৫ এমএম এবং সর্বনিম্ন খোয়াই ৩ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজ দিনভর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। আজ দিনের সবোর্চ ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ম তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত আগরতলায় ৩৫ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বোধজংনগরে ১৫ এমএম, ডিএম অফিসে ৩১ এমএম, এডি নগর ২১ এমএম, লেম্বুছড়া ৬২.৮ এমএম, সচিবালয়ে ১৬ এমএম, হাওরায় ২৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় ২৬ এমএম, বিশালগড়ে ১৮.৪ এমএম, গজারিয়া ৩৯ এমএম এবং সোনামুড়ার মোহনবাগে ৪৫ এমএম, খোয়াই জেলায় ৩.৪ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ২৬ এমএম। তেমনি, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ৩৪.৩ এমএম, অমরপুরে ৮৬.৩ এমএম এবং করবুক ২২.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া ১১৮.৫ এমএম, সাব্রুমে ১১১ এমএম, বাগাফা ৮৭.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ১২.৬ এমএম, কাঞ্চনপুরে ৩৫ এমএম, কদমতলায় ১৬ এমএম এবং নতুনবাজারে ৩২.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তেমনি উনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ২৯.৬ এমএম এবং কৈলাসহরে ১৮.৩ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় গন্ডাছড়ায় ৫৪.৬ এমএম, ছাওমনুতে ৩০.৫ এমএম, কমলপুরে ২১.২ এমএম এবং মনুঘাটে ৪০.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

কেরলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্যে বামেদের অর্থ সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। কেরলের ওয়েনাড জেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য ত্রিপুরায় অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে সিপিআইএম। আজ মেলারমাঠস্থিত সিপিআইএমের কার্যালয় থেকে এক মিছিলের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন বাম নেতৃত্বরা।উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মানিক সরকার বলেন, কেরলের ওয়েনাড জেলায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঘটে। তাতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তাই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে মুক্তহস্তে আর্থিক সাহায্যের জন্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আপামর জনগণের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ত্রিপুরার সারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। সারা রাজ্যের অর্থ একত্র করে পাঠানো হবে।

এদিন তিনি আরও বলে, অর্থ সংগ্রহ অভিযানে রাজ্যবাসীর কাছ থেকে ব্যাপক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭০ ■ সংখ্যা ২৯২ ■ ৪ আগস্ট ২০২৪ ইং ■ ১৯ শ্রাবণ ■ রবিবার ■ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

খাদ্যপণ্য অগ্নিমূল্য

ভারত বর্ষ কৃষি প্রধান রাষ্ট্র। কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভর করিয়া দেশের জনগণ বাঁচিয়া রহিয়াছেন
। দেশে ক্ষুদ্র মাঝারি ও বৃহত্তর শিল্প কলকারখানা থাকলেও কৃষি অন্যতম প্রধান শিল্প হিসাবে পরিগণিত হইতেছে। করুণা পরিস্থিতিতে যখন দেশের শিল্প কলকারখানা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তখনও দেশের কৃষকরা কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখিয়াছেন। এর সুবাদেই দেশবাসী দুমুঠো খাবার খাওয়ার সুযোগ পাইতেছেন। অন্যথায় বড় ধরনের বিপদে পড়িতে হইত। এই কথা ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। বর্তমানে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা প্রভাব ফেলিয়াছে ফসল তথা খাদ্য উৎপাদনে। দেশের কোথাও অতিবৃষ্টি তো কোথাও অনাবৃষ্টি। এর জেরে শস্য ও সবজির মতো খাদ্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী। দাম নিয়ন্ত্রণে আসরে নামিতে হইতেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং দপ্তরকে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করিলেন, খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হইয়াছে ভারত। এমনকী গোটা বিশ্বের খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা দিতে কাজ করিতেছে দেশ। কোন যুক্তিতে একথা বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী?শনিবার ৩২তম আন্তর্জাতিক কৃষি অর্থনীতিবিদ সম্মেলনে যোগ দেন মোদি। ৬৫ বছর পর ভারতে অনুষ্ঠিত হইল এই সম্মেলন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের অর্থনীতির কেন্দ্রে রহিয়াছে কৃষি। জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতে জোর দেওয়া হইয়াছে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এ। এখন লক্ষ্য হইল দেশের কৃষকদের সাহায্য করিতে একটি সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম তৈরি করা। মোদি বলেন, "ভারত এখন একটি খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ হইয়া উঠিয়াছে। দুধ, ডাল ও মসলা উৎপাদনে বিশ্বে এক নম্বর ভারত।এছাড়াও, খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাকসবজি, তুলো, চিনি এবং চা উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হইয়া উঠিয়াছে ভারত।
৭০টি দেশ থেকে আসা ১০০০ হাজার প্রতিনিধির সামনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একটা সময় ছিল যখন ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্বের জন্য উদ্বেগের বিষয় ছিল। এখন ভারত বিশ্বের খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা দিতে কাজ করিতেছে।" মোদি আরও বলেন, খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর নিয়া আলোচনার জন্য ভারতের অভিজ্ঞতা মূল্যবান, এতে উপকৃত হইবে বিশ্ব। গত দশ বছর গেরুয়া সরকার এই কারণেই কৃষিক্ষেত্রে জোর দিয়াছে, দাবি করেন তিনি। যদিও ভারতের খাদ্যপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে বিরোধীরা।প্রসঙ্গত, বিশ্ব ক্ষুধা সূচকেও ভারতের অবস্থান বিপজ্জনক। আয়ারল্যান্ডের দু'টি বেসরকারি সংস্থা ২০২৩ সালের অক্টোবরে পুষ্টির মাপকাঠির ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই রিপোর্ট অনুসারে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১২৫টি দেশের মধ্যে ১১১। গত চার বছরে ভারতের অবনতি ঘটিয়াছে দ্রুত ৯৪ থেকে ১০১ হয়ে তার পর ১০৭। নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী দেশের থেকেও পিছাইয়াছে ভারত। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বলিয়া মনে করিতেছেন দেশবাসী। প্রকৃত সত্য আড়াল করিয়া দেশের সর্বাধিনায়ক যদি মিথ্যার বেসাতি করেন তা হইলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও পারিবে বৈকি! কমিবে না।

মালদায় ক্লাব অনুদান আত্মসাৎ: তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তাল কাজিগ্রাম

মালদা, ৩ আগস্ট(হি.স.): মালদার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুয়াডাঙ্গা হরিশপুর এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়, যখন ক্লাবকে দেওয়া অনুদানের পাঁচ লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ১০ জন তৃণমূল কর্মী আহত হন। স্থানীয় শিবশক্তি ক্লাবের সম্পাদক বুবাই প্রামাণিকসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ইংলিশ বাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, অভিযুক্তরা বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। তবে গ্রেফতার হওয়ার পর বুবাই প্রামাণিক নিজেকে তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করেন।
অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ বুবাই প্রামাণিককে গ্রেফতার করে। শুক্রবার রাতে ওই এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং শনিবার তাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং স্থানীয়রা সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মাজদিয়া রেলবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের সবজি আসছে স্কুলের নিজস্ব বাগান থেকে

মাজদিয়া, ৩ আগস্ট(হি.স.): মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে প্রায়শই গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কখনো পাওয়া যায় পোকামাকড়। তবে মাজদিয়া রেলবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুকুমার হালদার এই সমস্যার একটি ব্যতিক্রমী সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শাকসবজি চাষ করে সেগুলি মিড ডে মিলের জন্য ব্যবহার করছেন।
বাজারের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মেশানো শাকসবজি খাওয়ার ফলে শিশুদের নানা রকম শারীরিক সমস্যা হতে পারে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। সেই কারণেই সুকুমার হালদার বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি লাগানোর উদ্যোগ নেন। তিনি নিজেই এই সবজিগুলি নিয়মিত পরিচর্যা করেন। শাকসবজি বড় হলে তা দিয়ে মিড ডে মিলের রান্না করা হয়।
এই উদ্যোগের ফলে একদিকে শিশুরা ভেজালবিহীন উন্নত শাকসবজি খেতে পারছে, অন্যদিকে অগ্নিমূল্য বাজার থেকে কিছুটা হলেও পয়সা সাশ্রয় হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক জানান, 'এই উদ্যোগের ফলে শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং স্কুলের খরচও কমছে।'
এই উদ্যোগে খুশি পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। তারা জানান, এই উদ্যোগ প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে নেওয়া উচিত। বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উঠোন বা প্রাঙ্গণে খালি জায়গা থাকে। সেই জায়গাগুলিতে যদি মিড ডে মিলের জন্য শাকসবজি উৎপাদন করা হয়, তবে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি বাজারের ভেজাল সবজি থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

''রাষ্ট্র নির্মাণ''-এর অর্থ সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়া : রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : ''রাষ্ট্র নির্মাণ''-এর অর্থ সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা এখন যা কিছু আছি তা সমাজের কারণে, সমাজের সাহায্যের কারণে এবং আমরা সমাজকে কী দিতে পারি। এই অভিমত পোষণ করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ''বিশ্বগুরু'' হিসাবে ভারতের উত্থানের ওপর পঞ্চম ডাঃ রাজারাম জয়পুরিয়া স্মারক বক্তৃতায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেছেন, 'এটি একটি ছোট পরিসরে করা যেতে পারে, তবে, যখন আমরা দেশ গঠনের জন্য নিয়ে যাই তখন আমরা প্রকৃত অর্থে ''রাষ্ট্র নির্মাতা'' হয়ে উঠি।প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে জয়পুরিয়া গ্রুপ অফ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন দ্বারা আয়োজিত পঞ্চম ডাঃ জয়পুরিয়া মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশ ''অমৃত কাল''-এর সূচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে, যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করব, এটি বিভিন্ন মাত্রায় ভারতকে শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে পরিণত করার জন্য আমাদের গণপ্রচার। তরুণ প্রজন্মের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।'

মা সারদা দেবী: এক জননী ও নারীমুক্তির অগ্রদূত

রানা চক্রবর্তী

"একদিন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে করিতে শ্রীসারদাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে তোমার কি ব'লে মনে হয়?'; শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।' বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শুনিয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার সহধর্মিণীকে সাক্ষাৎ-জগজ্জননীর চিন্ময়-মূর্তি বলিয়া মনে করিতেন ও পূজা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, স্বীয় সহধর্মিণীর মতো বিশ্বের প্রতিটি নারীই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট পূজ্যা ও জগন্মাতার প্রতিচ্ছবি। সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় গর্ভধারিণী জননী ও দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে করিতেন শ্রীমা সারদাকে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন গভীর অমানিশায় শ্রীসারদাদেবীকে ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরীরূপে পূজা করিয়া বিশ্বের নারীজাতিকে মাতৃত্বের মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরসুন্দরীর অপর নাম ললিতা ও শ্রীবিদ্যা। শ্রীবিদ্যা যন্ত্র দেবীর পীঠস্থান। ত্রিপুরসুন্দরী বঙ্গদেশীয়-তন্ত্রে শ্যামা বা দক্ষিণকালিকা বলা যাইতে পারে। ফলহারিণী কালীপূজার গভীর অমানিশায় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসারদাদেবীকে সম্মুখে আসনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন ও ধ্যান করিলেন এবং পূজা ও ধ্যানের শেষে শ্রীমাকে বন্দনা করিয়া জপের মালা শ্রীমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,
'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তু তে।।'
ইহাই বিদ্যাভাবের শক্তিপূজা। তন্ত্র বলে 'শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ', সমগ্র বিশ্ব শিব ও শক্তির দিব্যপ্রকাশ। দিব্যাচারের পূজায় শিব ও শক্তি অভিন্ন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ীর মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভিন্ন। দিব্যাচারী সাধকের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর শিব ও শক্তির যুগলরূপ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিব ও শক্তিরই মহিমময় লীলাক্ষেত্র। তন্ত্রে যিনি অচঞ্চল নির্বিকার সদাশিব বা মহাকাল-শিব, তিনিই আবার লীলায় চিরচঞ্চলা কালী। শিব অর্থে সদাশিব ও মহাকাল-শিব যখন শবরূপে আপন মহিমায় বিভোর থাকেন, তখন তিনি নিত্য ও নির্গুণ ব্রহ্ম এবং শিব যখন লীলার জন্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি নৃত্যচঞ্চলা ত্রিলোকপ্রসবিনী মহাশক্তি কালী। তাই তন্ত্রশাস্ত্রের মতে মহাকাল ও মহাকালী এক ও অদ্বিতীয় একই সত্যের রূপভেদ ও নামভেদ মাত্র।"
মায়ের মূর্তি আমাদের হৃদয় আপ্লুত করে, মায়ের মধুর উপদেশে অমৃত বর্ষিত হয়, সেই মা-ই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম শক্তি বহুরূপিণী বিশ্বজননী সারদামণি। মা একদিকে যেমন অসুরদলনী, অন্যদিকে ত্রাণকারিণী। হরিশের কুবুদ্ধি দমনের জন্য বগলামূর্তি, আবার তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত দম্পতির কাছে কালীরূপ ধারণ করেছিলেন। বহুরূপিণী মা সারদা তাঁর নিত্যশুদ্ধ আত্মা ভক্তদের কাছে আরাধ্য দেবীমূর্তিরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আমরা যে সকল দেবীকে পূজা করি, মায়ের চরিত্রে সেইসব দেবীর প্রকাশ ঘটতে ভক্তেরা দেখেছিলেন। তাঁর এই রূপের উল্লেখ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগনে হৃদয়কে বলেছিলেন, "ওরে ওর নাম সারদা ও সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" শ্রীমা সারদামণিকে কালীরূপে দর্শন করেছিলেন অনেক ভক্ত। মা-ও 'কালী' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তবে কোন বারই সরাসরিভাবে নয়। তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত দম্পতি মাকে বলেছিলেন, "তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখছি।" মা তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন, "কী জানি, আমি তো কিছু জানি না। ঠাকুর একবার বলেছিলেন, সেই যে নহবতে আছে আর মন্দিরে ভবতারিণী — একই।" মা কালী কি না জানতে চাইলে মা বলতেন, "লোকে বলে কালী।" প্রশ্ন আসত, "কালী তো? ঠিক?" এক ভক্ত তাঁকে বলেছিলেন, "বলো, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ। আর সাক্ষাৎ মা কালী কিনা?" মা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, তাই।" একবার মা বিষ্ণুপুর স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় বসেছিলেন, এমন সময় এক পশ্চিমা কুলি তাঁকে দেখে ছুটে এসেছিল, বলেছিল, "তু মেরে জানকী। তুঝে ম্যায়নে কিতনা দিনো সে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কঁহা থি?" — এই বলে সে কাঁদতে শুরু করেছিল। মা তাঁকে শান্ত করে ফুল আনতে বলেছিলেন। সে ফুল এনে মায়ের চরণে অর্পণ করেছিল। মা সেই পশ্চিমা কুলিকে তখনই মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীমা সারদা ছিলেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। ভক্ত 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' সেই জ্যান্ত দুর্গার পূজা করে ধন্য, কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জেদ ছিল, মা স্বয়ং না এলে পূজা করা নিরর্থক। গিরিশের বাড়িতে পূজা চলছিল। খিড়কির দরজায় গভীর রাতে করাঘাত হয়েছিল — "আমি এসেছি।" পূজামণ্ডপে সত্যি সত্যিই মা অবতীর্ণা হয়েছিলেন। ভক্তগণ মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। শ্রীমা সারদামণির আরও পরিচয় হল তিনি করুণাময়ী, কৃপাময়ী ও ভক্তবৎসলা। মা জানতেন, ভগবানলাভের জন্য যে সবকিছু ত্যাগ করে, সে ধন্য। কিন্তু আবার কোনও সংসারী সন্ন্যাস নিতে চাইলে মা বলতেন, "দেখ দিকিনি, কী অন্যায়। সে বেচারী এই কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে যায় কোথায়? তিনি সন্ন্যাসী হবেন! কেন সংসার করেছিলেন? যদি সংসার ত্যাগই করতে চাও, আগে এদের খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা করো।" একজনের বাবা মারা গিয়েছিলেন। ছেলে সন্ন্যাস নিতে চাইছিলেন। মা আগে ভালো করে জেনে নিয়েছিলেন, ছেলেটি না থাকলে বাড়িতে কোনও অসুবিধা হবে কি না। তাঁদের চলবে তো? জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে ছেলেটিকে মা মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। সদ্য প্রসূতি একটি মেয়ে মাঠে কাজ করছিল। তাই দেখে মা কাতর হয়ে পড়েছিলেন। অভিমানে মা মনে মনে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি এসব দেখতে পাচ্ছ না? মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা? একটা কোনও বিহিত করো।" মা বলতেন, "পৃথিবীর মতো সহ্যশক্তি চাই। অর্থাৎ যদি শান্তি চাও, তো শান্ত থাকো।" মা যে কত রূপে বিরাজিতা। তিনি নিজেই ছিলেন পৃথিবী-কন্যা সীতার মতো আশ্চর্য সহনশীলা। একবার একজন মহিলাকে ঠাকুর মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, নহবতে যিনি আছেন তিনিই তোমার দুঃখ কষ্ট দূর করবেন। যাও তাঁকে গিয়ে সব খুলে বলো। মা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, "তুমি মা, ওঁর কাছেই যাবে। উনিও জানবেন।" ঠাকুর আবার ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তাঁকে — "না, না, তুমি গিয়ে ভালো করে তাঁকে বলো।" এইভাবে বার তিনেক সেই মহিলা ঘোরানো হয়েছিল। শেষে মা তাঁর কৃপাশক্তি প্রকাশ করেছিলেন। মহিলার হাতে একটি বেলপাতা দিয়ে বলেছিলেন, "এইটে নিয়ে যাও। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" সেটাই হয়েছিল। মায়ের সেবা ছিল অতুলনীয়। একবার ভক্তজননী খুব সকালবেলা গোয়ালার বাড়িতে দুধ আনতে গিয়েছিলেন। তাঁর বাতের ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, "কলকাতা থেকে আমার সন্তান ক'জন এসেছে। তাদের সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস। তাই দুধ নিতে এসেছি।" অসুস্থ শরীরে নিজের হাতে তাঁদের বিছানার চাদর পর্যন্ত কেচেছিলেন। ভক্তরা আঁতকে উঠে বলেছিল, "এ কী করছেন?" মা উত্তর দিয়েছিলেন, "ময়লা বিছানাতে ছেলেরা শোবে কী করে?" কষ্টকে তিনি কোনদিন কষ্ট বলে মানেন নি। আর একটা ঘটনার কথা বলা যাক। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজার পরে ভক্ত ত্যাগী সন্তান যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সবাই ম্যালেরিয়াতে শয্যাগত হয়েছিলেন। মায়ের তখন চিন্তা-উদ্বেগের শেষ ছিল না, শুধু বলতেন, "মা গো কী হবে? ছেলেরা সবাই পড়ে পড়ে ভুগছে।" মা সব কাজ করেছিলেন, আর একটু অবসর পেলেই দরজায় দাঁড়িয়ে রোগীদের দেখে যেতেন। সেই সময় গ্রামে দুধ দুষ্প্রাপ্য ছিল। মা তখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে এক পোয়া আধ পোয়া যা পেতেন, সেই দুধ নিয়ে আসতেন। নিজের হাতে রোগীদের পথ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্ন-পথ্যের পরে মায়ের পরিশ্রম যাতে আর না বাড়ে তাই সবাই জোর করে চলে যাচ্ছিলেন। মা তাঁদের বলেছিলেন, "আর ক'দিন থাকো। শরীরে একটু বল পাও।" তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, মা তখন খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে অপলকে চেয়ে ছিলেন, তাঁর চোখে ছিল জল। মা ছিলেন সামাজিক বিধিনিষেধের ওপরে। তাঁকে 'গণ্ডিভাঙা মা' বলে ভক্তেরা অভিহিত করেছিলেন। আজ কারও অজানা নয় যে তিনি মুসলমান আমজাদের এঁটো পরিষ্কার করেছিলেন আর বলেছিলেন, "আমার শরৎ (সারদানন্দজি) যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে।" শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁর প্রেম ও কৃপাও আচণ্ডালকে ধন্য করে প্রবাহিত হত। মা ছিলেন সকলের ইহকাল ও পরকালের আশ্রয়। কেই বা তাঁর করুণায় বঞ্চিত ছিলেন? মুচি, মেথর, ডোম, বাগদি, চণ্ডাল, মুসলমান, আতুর সকলেই মায়ের কাছে অবাধ আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। একদিন জয়রামবাটীতে মা অন্যমনস্কভাবে কাজ করতে করতে বলেছিলেন, "আমি আর অনন্ত হাতে কাজ করেও শেষ করতে পারছি না।" বলেই বলেছিলেন, "দেখ তো, আমার আবার অনন্ত হাত, এ কী বলছি।" এইভাবে নানারূপে মায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন দেবীর মহিমায়। ঠাকুর বলেছিলেন, "মাতৃভাব সবচেয়ে শুদ্ধভাব।" মাতৃভাব সব সাধনার শেষ কথা। মাতৃরূপে আমাদের মা-কে ষোড়শী পূজার মাধ্যমে জগৎকল্যাণের জন্য পরমশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতের ইতিহাসে আদর্শ নারীর অভাব নেই। কিন্তু মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ আমরা এঁদের মধ্যে খুব একটা দেখতে পাই না। তিনি নিবেদিতাকে গ্রহণ করেছিলেন সাদরে। শরৎ ও আমজাদের মধ্যে ফারাক রাখেননি কোনও দিন। সর্বজনীন মাতৃত্বের আদর্শ তিনিই। তাই তো স্বামীজি বলেছিলেন, ভারতে 'জননী'ই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই প্রথম ও শেষ কথা।
মা এমনই জিনিস যে, সকল সন্তানই তা জানে, সে তাঁর মাকে চেনে। শুধু তাই নয়, তাঁর মতন আর কেউ তাঁর মাকে জানে না। মা-ও কোন সন্তানকে অস্বীকার করেন না। অতএব বিদ্বানের যেমন অধিকার, মূর্খেরও তেমনি অধিকার এই একটি দরবারে। "আমি সতেরও মা, আমি অসতেরও মা, আমি সু-এর মা, আমি কু-এর মা, আমি শরতের মা, আমি আমজাদের মা। আমি মা। যে-ই মা বলে ডাকে আমি তারই মা। আমি সকলেরই মা।" দেখা যাক এই লজ্জাপটাবৃতা, চিরঅবগুণ্ঠিতা মহাশক্তি বিশ্বপ্রসবিনী, জগজ্জননীর জীবনালেখ্যে সামান্য তিমিরান্ধ বুদ্ধিতে কি প্রতিভাসিত হয়। ইতিহাস ও পুরাণ সতীত্বের ও পাতিব্রত্যের কি ভূয়সী প্রশংসাই না করেছে। রামের সঙ্গে সীতার বনগমন, সত্যবানের জীবনের প্রশ্নে সাবিত্রীর দৃঢ়তার কাছে যমের নতিস্বীকার, বিষ্ণুপ্রিয়ার তপস্বিনী জীবন, উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনীদের কথা, খ্রীস্টীয় এবং বৌদ্ধ লিপিতে সন্ন্যাসিনীদের কথা কত মহিমান্বিত। কিন্তু মাতৃত্বের কথা, বিশ্বমাতৃত্বের কথা, মানুষের ইতিহাসে বিশেষ সূচিত হয় শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনে। গর্ভধারিণী মায়ের অপরিসীম স্নেহ, ত্যাগ ও সেবার কথা অবিদিত নয়, কিন্তু 'সকলের মা' কথাটি সত্যি নতুন নয় কি? ভগবান সকলের একথা নতুন নয়। কিন্তু 'সকলের মা' এ কথাটি মহা আশ্চর্য। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে দেখা যায় গৃহে ও সমাজে কত রকমের সম্পর্কঃ গুরু-শিষ্য, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, যজমান-পুরোহিত, প্রভু-ভৃত্য, চিকিৎসক-রোগী, দোকানী-ক্রেতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এমন নজির কি কোথাও আছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কোন এক নারী সকলের প্রতি সমানভাবে সন্তানভাব রক্ষা করেন অথবা নিজেকে সকলের মা মনে করেন? এ কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গই বোধ হয় অভিনব। কিন্তু অভিনব হলেও এ যে ঘটেছে। এ যে বাস্তব। এ অনস্বীকার্য।
বাঁকুড়ার জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরীদেবীর বাড়িতে যে সময়ে শ্রীশ্রী সারদাদেবীর জন্ম (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) হয়, সে সময়ে কলকাতায় চলছিল নারীমুক্তি ও নারী প্রগতির উদ্দেশ্যে একাধিক সংস্কার। ঊনিশ শতকের প্রথম থেকেই এক দল সংস্কারকামী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্গের নবজাগরণের ইতিহাসে। ডেভিড হেয়ার ও তাঁর সঙ্গে এ দেশীয় মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একে একে নারী-লাঞ্ছনার চিত্রগুলি বদলাতে শুরু করেছিল। এ জন্য তাঁদের কম পরিশ্রম করতে হয়নি। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইন পাশ ও বহু বিবাহ রদ করার কথা বহুল প্রচারিত। এ ছাড়াও সমাজের অগণিত কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি রোধে বহু হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন। কেবল সমাজ নয় — ধর্মীয় ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সংস্কার হয়েছিল।
বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম ও বড় হওয়া সারদাদেবীর উত্তর-জীবন কেটেছিল কলকাতা ও জয়রামবাটীতে। ফলে এক দিকে যেমন গ্রাম্য সরলতায় পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়, তেমনই শহরের জীবনযাত্রা ও জাতীয় ঘটনাবলি সম্পর্কেও তিনি যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন। সংসারের যাবতীয় কাজের সঙ্গে তাই তাঁকে দেখা গিয়েছিল জাতীয় স্তরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে। তাঁর কাছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যেমন সকল মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল, তেমন আসতেন সে যুগের বহু বিপ্লবীও। ফলে জীবন ও জাতীয়তাবোধে সারদাদেবী অনেক বেশি আধুনিক ছিলেন। এই আধুনিকতার সোপান বেয়েই তাঁর মনন ও মানসিকতা প্রবাহিত হয়েছিল প্রগতির খাতে। তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সে ভাবে ছিল না। সারদাদেবীও খুব বেশি পড়াশোনা করে উঠতে পারেননি। 'রাসসুন্দরীদেবী' তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "সেকালে মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারী মন্দ-কর্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল।" কিন্তু সারদাদেবী মনে করতেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার না ঘটলে স্ত্রীজাতি নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তিনি নিজে চিঠি লিখতেন না ঠিকই, কিন্তু পড়তে পারতেন ভাল ভাবেই। তিনি ভাল ভাবে পড়তে শিখেছিলেন বা পড়তেন বিয়ের পরে, দক্ষিণেশ্বরে ও শ্যামপুকুরে থাকাকালীন। স্ত্রীজাতিকে স্বাবলম্বী হতে হবে — এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি মেয়েদের পড়াশোনা করতে বলতেন। 'রাধু', 'মাকু' প্রমুখ ভাইঝিদের তিনি নিজে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বিবাহিতা রাধুকে তিনি উদ্বোধনের কাছে একটি স্কুলে পর্যন্ত ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকেও গুরুত্ব দিতেন। নিবেদিতার স্কুল খুবই পছন্দ করতেন। কারণ, সেখানে যেমন পড়াশোনা হত, তেমন শেখানো হত হাতের কাজও।
সে যুগে প্রচলিত অন্যতম একটি প্রথা ছিল বাল্যবিবাহ। তবে শুধু সে সময়ে নয় — এমনকিএখনও নাবালিকা বিয়ের খবর প্রায়ই সংবাদপত্রের পাতায় জায়গা করে নেয়। ঋতুমতী কন্যা গৃহে রাখা পাপ। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে 'স্মার্ত রঘুনন্দন' তাঁর 'উদ্বাহতত্ত্বে' এই বিধানই দিয়েছিলেন, যা বঙ্গে 'চিরসত্য' বলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় প্রচলিত 'বিবাহ-আইনে' নারীর ক্ষেত্রে সহবাসে সম্মতির সর্বনিম্ন বয়স দশ ঠিক করা হয়েছিল। ১৮৭২-এ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ফলে পাশ হওয়া বিবাহ আইনে স্থির হয়েছিল, বিয়ের জন্য ছেলের বয়স হতে হবে ন্যূনতম আঠারো আর মেয়ের চোদ্দো। সারদাদেবীর নিজের কম বয়সে বিয়ে হলেও তিনি বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন। রাধুর কম বয়সে বিয়ে হওয়াকে তাঁর যন্ত্রণার কারণ বলে দুঃখপ্রকাশ করতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি এক বার বলেছিলেন, "আহা, তারা (দু মাদ্রাজী কুড়ি-বাইশ বছর বয়সী তরুণী) কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!" সারদাদেবীর মেজো ভাই কালীকুমার তাঁর বড় ছেলের তেরো আর ছোট ছেলে রাধারমণের এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। ছোট ছেলের বিয়ের পত্র পেয়ে তিনি খেদোক্তি করেছিলেন, "ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্ছে — আমার কাছে (মত) আদায় করে নিচ্ছে। আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না।"
শুধু শিক্ষার অধিকার বা বাল্যবিবাহ রোধ নয় --- সঠিক প্রেক্ষিতে মেয়েদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ এবং শাস্ত্রপাঠ ও পূজার্চনার অধিকারের কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। ঋগ্বৈদিক যুগ এবং পরবর্তী সময়ে 'ব্রহ্মবাদিন' নামে এক শ্রেণির স্ত্রীজাতির কথা জানা যায়, যাঁরা সন্ন্যাস জীবন যাপন করতেন এবং ধর্ম ও দর্শন চর্চা করতেন। মহীশূরের নারায়ণ আয়েঙ্গারের কন্যা ব্রহ্মচারিণী হতে চাইলে সারদাদেবী, স্বামী সারদানন্দকে দিয়ে এই মর্মে চিঠি লিখিয়েছিলেন যে, মেয়েদেরও সেই অধিকার আছে। এ কারণেই গৌরী-মার আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীরা ও নিবেদিতার স্কুলের ত্যাগী মেয়েরা সারদাদেবীর এত প্রিয় ছিল।
নারীর সার্বিক উন্নতি ও বিকাশ সারদাদেবীর ভাবনায় ছিল। নারীর স্বাধীনতা আদায়ে পুরুষের প্রয়োজন নেই। সে নিজে তাঁর অধিকার আদায় করে নিতে শিখুক — এটাই তাঁর অন্যতম বক্তব্য ছিল। আর সে কারণেই তিনি বারেবারে চেয়েছিলেন নারীরা শিক্ষিত হোক। কারণ, শিক্ষা না পেলে আত্মশক্তি বাড়ে না। সারদাদেবী নিজে স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন এবং বলতেন, স্ত্রী-মঠে নারীরাই হবে প্রধান ও পরিচালক। 'দুর্গাপুরীদেবী'র লেখা 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে আছে, সারদাদেবী এক বার এক ভক্তকে বলেছিলেন, "সন্তানদের অনেককে তো দেখি নিজেদের ভুলত্রুটি অপরাধের ইয়ত্তা নেই, তবু তারা চায় বউ-ঝিরা তাদের কাছে নত হয়ে থাকুক। এই অন্যায়ের ফলে যে দিন আসছে, মেয়েরা আর পৃথিবীর মতো সইবে না।" যে সারদাদেবী সহ্যের কথা বলতেন, সেই তিনিই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে গিয়েছিলেন। প্রায় একশো বছর আগের প্রেক্ষাপট থেকে আজকের সময়ে পদার্পণ করলে তার হাজারো নমুনা পাওয়া যায়।
সারদাদেবী অন্য সংস্কারকদের মতো একা বা দল গঠন করে রাস্তায় নেমে নারীমুক্তি আন্দোলন করেননি ঠিকই, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছিলেন কী ভাবে ব্যক্তিজীবন সুন্দর করে তৈরি করা সম্ভব এবং সেই সঙ্গে সম্ভব নারীর সার্বিক উন্নতিও।
পরিবর্তিত মূল্যবোধ, তলানিতে পৌঁছে যাওয়া নৈতিকতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ ও তাকে বেশির ভাগ সময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার মানুষকে আজ প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্যের জগৎ থেকে বিচ্যুত করে চূড়ান্ত ভোগবাদী জীবনযাপনে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমান সমাজে আমাদের মানবিক হওয়ার প্রয়াস নেই, বিশ্বাস নেই, ভালবাসা নেই, অধ্যাত্মপথের হদিস জানা নেই, চিন্তাচর্চা নেই। এই 'নেই'-এর রাজত্বকে সদর্থকতায় পূর্ণায়ত করে তুলতে পারে একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা — যার প্রতিমূর্তি শ্রীমা সারদা। তাঁর জীবনের সারসত্যটুকুই ছিল ভরপুর 'ভালবাসা'। এ যেমন তাঁর পারিবারিক জীবনে --- যেখানে তিনি চন্দ্রমণিদেবীর পুত্রবধূ বা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের লজ্জাপটাবৃত স্ত্রী, এলোমেলো-চূড়ান্ত অগোছালো অনুজদের দায়িত্বপরায়ণা অগ্রজা। অন্য দিকে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের 'জননী' --- রামকৃষ্ণপার্ষদ-সহ অগণিত সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানের 'মা'। সেই কবে তাঁর স্বামী কাশীপুর বাগানবাড়ি থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার দিকে আঙুল তুলে সেখানকার লোকজনের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরই ওপর। তার পর শুধু কলকাতার কেন; তাবৎ বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষের জননী তিনি। উচ্চারণ করেছিলেন, "সব সময় মনে রেখো, তোমাদের এক জন মা আছেন। সেই মা, পাতানো নন, গুরুপত্নী নন, কথার কথা মা নন, সত্যিকারের মা।"
পারিবারিক জীবনকে, আধ্যাত্মিক ভাবভূমিকে সুসংহত-সুগঠিত করার জন্য নিজের জীবনটি তিনি মেলে ধরেছিলেন। কী নেই সেখানে! দক্ষিণেশ্বরে ভোর-ভোর প্রাত্যহিক কাজ শেষ করে রান্না বসানো, স্বামীর জন্য একটু 'জিওল' মাছের আয়োজন, শাশুড়ির যত্নআত্তি; শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগত অনেক জ্ঞানী-গুণী, নগর কলকাতার তাবড় তাবড় লোকজন --- তাঁদের দেখভাল; অল্পবয়সি, যাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, লাটু অগ্রগণ্য — তাদের জন্যও একহাত ঘোমটা মাথায় টেনে, রুটির ময়দা ঠেসেছিলেন। রেঁধেছিলেন ছোলার ডাল। আবার ওরই মধ্যে চলেছিল নীরবে নিজের জপধ্যান, লোককল্যাণের জন্যও প্রার্থনা।
পরবর্তী কালে উদ্বোধনের বাড়িতে দেখা গিয়েছিল ভক্তদের জন্যও ঠাকুরের প্রসাদের ব্যবস্থা করা, অসুস্থ ভক্তের পথ্য, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা এবং এই সব দায়িত্ব সামলে নিজের কাজে মনোনিবেশ। এত কাজ-দায়িত্ব একা হাতে সামলানো, আবার কখনও ভবতারিণী মন্দিরে পুজোর জন্য ফুল তুলে মালা গেঁথে পাঠানো। কিন্তু কাউকে টের পেতে দেননি এ সব। কলকাতার বিশিষ্ট ভক্তরা জয়রামবাটীতে গেলে ঘুরে ঘুরে চায়ের দুধ জোগাড় করেছিলেন, এমনকি শাকসব্জিও। নিজের হাতে বাড়িঘর-সংলগ্ন পথঘাট পরিষ্কার করেছিলেন। শুধু নিজের পরিবার নয়, সবার জন্য নিরলস চিন্তা — প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দটুকু মাথায় রাখা — এত কিছু ভালবাসা ছাড়া কি হয়! শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর রাণী রাসমণির তহবিল থেকে আসা টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলাফল হয়েছিল চূড়ান্ত দারিদ্র। সারদা তাতেও অবিচল থেকেছিলেন।
প্রাত্যহিকতার এই বিষয়গুলি শুধু সত্য নয়, চিরন্তন সত্য। আর এই যে জীবনাভিজ্ঞতা তা সারদার আধ্যাত্মিক চেতনাকে ভক্ত-পার্ষদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন সহজেই। জাগতিক এই সংসার সম্পর্কে বলেছিলেন, "বাবা, সংসার মহা দঁক (পাঁক), দঁকে পড়লে ওঠা মুশকিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু খাবি খান, মানুষ কোন ছার! তা এই জগৎসংসারে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার নিদান কী? নির্বাসনা প্রার্থনা করা, কারণ, 'দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটাতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়' — তার আবার গরব কিসের?" যে সব সংস্কার আমাদের মনকে খর্ব করে, যে সঙ্কীর্ণ ধর্মবুদ্ধি আমাদের ভেদনীতি শিক্ষা দেয়, সারদা চিরদিন তাকে বর্জন করেছিলেন। স্বল্পান্তর তিনি থাকতেন পরিচিত পরিমণ্ডলে, কিন্তু কেউ না কেউ তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন নিয়মিত। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সেই সময় নিয়ত সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটেছিল তাঁর। ভক্তদের ইংরেজি শিখতে বলেছিলেন। গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় বুঝেছিলেন, জীবনে দুঃখ যেমন সত্য, দুঃখ না থাকাও তেমনই সত্য। তাই নির্ভার মনে বলতে পেরেছিলেন, "চিরদিন কেউ দুঃখী থাকবে না।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৩৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বিকাশিত হচ্ছে অসমের ফকিরাগ্রাম স্টেশন

মালিগাঁও, ৩ আগস্ট, ২০২৪: উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ৩৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন। অসমের কোকরাঝাড় জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হলো ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ বঙাইগাঁও সেকশনের মধ্যে স্টেশনটি অবস্থিত। রিটায়ারিং রুম এবং ওয়েটিং রুম সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং লিফট ও একটি ৫ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। চারপাশের সৌন্দর্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থান পথের উন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন।

উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য অন্যান্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে।

এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শবর্তী অঞ্চলগুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে এবং পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

সামাজিক মাধ্যমে সরব পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষণ-বিরোধী গোষ্ঠী

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গেও সামাজিক মাধ্যমে সংরক্ষণ নিয়ে সরব হয়েছে সংরক্ষণ-বিরোধী গোষ্ঠী। শনিবার তাদের পোস্ট আসার দু ঘন্টার মধ্যে, বেলা ১১টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা ১২৯, ১৬ ও ১৫।

'রিজার্ভেশন ফ্রি ইন্ডিয়া' গ্রুপে শৈবাল মণ্ডল বড় হরফে লিখেছেন, "সকলেই সব দলের কাছে জানতে চান যে, তারা মেধা চান নাকি কোটা চান? সব দলের ফানুস চুপসে যাবে! এই বিষয়ে কোন দলের কোন প্রেস মিট নেই। কারণ তারা শাসনের নামে শোষণ করে"।

চিত্রা মুখার্জি লিখেছেন, "তারা ঘুরিয়ে উত্তর দেবে। সোজা সাপটা কথা বলবেই না"। মণীষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "পরের লোকসভা নির্বাচনে বলুন যে দল রিজার্ভেশন শুধু গরিবের জন্য দেবে তাকেই ভোট দেব"।

অভিষেক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "দলের কাছে জানবার কি আছে? সব দল নোংরা ভোটের রাজনীতি করছে। আমাদের দবি আদায় আর জন্য পথে নামতে হবে। স্বাধীনতার আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা ব্রিটিশ দালালদের জিজ্ঞাসা করে করেন নি। সব্যসাচী গাঙ্গুলি লিখেছেন, "দলগুলি খুব ভালোই জানে যে উত্তরটা ঠিক কি হওয়া উচিৎ অথচ বাস্তবে কি হচ্ছে! তারা কোটাধারীদের কাছে একটাই বার্তা দিয়ে রেখেছে যে হাজার বছর ধরে অবিচার হয়েছে, তাই আজ নাকি তার প্রতিকার চলছে! এই অসম ব্যবস্থা নিয়ে কেউ কিছু বললে সুবিধাপ্রাপ্তদের কেউ কেউ আবার বিদ্রুপ করছে, ব্যঙ্গ করছে, কারন তারা নিজেরাও জানে যে এটা কতবড় অন্যায় চলছে! একটা এত বড় গনতান্ত্রিক দেশে এভাবে সমাজকে বিভাজন করাটা কতটা যুক্তিসংগত?"

সৌম্যকিরণ চৌধুরী লিখেছেন, "তাঁরা মেধা বা কোটা কোনওটা চান না। কেবল চেয়ারে থাকতে চান। তার জন্য যেটা দরকার"। মানসী সেন লিখেছেন, "সংরক্ষণ সম্পূর্ণ ভাবে উঠে যাক"।

শুভেন্দু সাঁই লিখেছেন, "কোনও দলকে ভোট না দিয়ে জেনারেলদের একটা দল হওয়া দরকার। আমাদের তো বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভায় কোনও প্রতিনিধি নেই। নেতাদের ছেলে মেয়েরা নেতা হবে। লোকদেখানো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে কোটায়। যে দলই হোক তোষনের রাজনীতি করছে আর আমরা ওদের হয়ে ফোকটে সংসার চালাই। ধিক"। প্রণব আইচ লিখেছেন, "ভোট হাতানোতে ডান, বাম, গেরুয়া সব এক ও অদ্বিতীয়। পারলে সংরক্ষণ দ্বিগুণ করে দেয়"।

এর আগে অপর পোস্টে চিন্ময় সাহা কালো চাদরে বড় হরফে লিখেছেন, "সংরক্ষণ চালু হয়েছিল দলিত দের জন্য। কোথায় উন্নতি করবে সে কি না এখন ওরা হয়ে গেছে মহা দলিত"। শীর্ষেন্দু রায় বড় হরফে লিখেছেন, "সরকারি কাজ ও শিক্ষায় ১০ বছরে সাধারণদের সুযোগ কমেছে ৬০ু"। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১৩৫, ১৭ ও ৬। রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক বড় হরফে লিখেছেন, "ভাগ্যিস ভারতীয় ক্রিকেট টিম ও ইসরো-তে কোটা নেই। ও সব জায়গায় সব যোগ্যতার! তাই বুঝি দুটোই পৃথিবীর শিখরে, শিরোনামে থাকে"। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৯২৭, ১১৯ ও ৯৩।

ফের খুলে দেওয়া হল অ্যাক্রোপলিস মল

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.) : বেশ ক'দিন বন্ধ থাকার পর শনিবার অবশেষে পুনরায় খুলে গেল কসবার অ্যাক্রোপলিস মল। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মলটি। ৪৯ দিন পর খুললো শহরবাসীর অত্যন্ত প্রিয় মল।

শপিং মলের তিনতলায় একটি ফুডকোর্ট ও চারতলায় একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। তার মাঝেই ছিল একটি বইয়ের দোকান। সেখানেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তারপর থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় শপিং মলটি।

পুনরায় মলটি খোলার ঘোষণা হতেই শনিবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন মলের দোকানিরা। কারণ মলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছিলেন অনেকেই। মল সংলগ্ন এলাকায় থাকা ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েছিলেন।

অ্যাক্রোপলিস মলের জেনারেল ম্যানেজার শুভদীপ বসু জানান, "আমরা দমকল বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে ৩ আগস্ট মলটি আবার চালু করলাম। তবে, সংস্কার কাজের কারণে কিছু ব্র্যান্ড কয়েকদিন পরে চালু হবে। প্রায় ৯০ শতাংশ মল খোলা থাকবে। আমরা অনুমতি পেয়েছি ২৯ জুলাই দমকল বিভাগের থেকে। তারপর থেকে আমরা ৩ অগাস্ট মলটি পুনরায় খোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। সিনেমা হল এবং ফুড কোর্ট-সহ অন্যান্য বেশিরভাগ দোকানই ৩ আগস্ট থেকে চালু হলো।"

ঝড়ে বিপর্যস্ত পাহাড়, বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে

শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : বৃষ্টি শুরু হতেই নতুন করে দুর্য্যোগ পাহাড়ে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শনিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে সোম ও মঙ্গলবার।ঝড়বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়ে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একাধিক এলাকা। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে কালিম্পং জেলা হাসপাতাল এবং রম্ভি গ্রামীণ হাসপাতাল বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদিকে রম্ভি হাসপাতালে জেনারেটার বা ইনভাটার না থাকায় লোডশেডিংয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের। গতকাল রাতে দমকা হাওয়ায় কার্সিয়াংয়ের নয়াবাজার এলাকায় একাধিক বাড়ির টিনের চাল উড়ে গিয়েছে। উপড়ে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি। পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নিম্নচাপ এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত।

কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনাকে এক হাত নিলেন তসলিমা

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক হাত নিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তসলিমা লিখেছেন, "যে লোক ফ্রাংকেস্টাইন নামের দৈত্য তৈরি করেছিল, সে লোককেই দৈত্যটি খায় সবার আগে। হাসিনা যখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে জবাই করে কয়েক হাজার 'কওমি মাদ্রাসা' তৈরি করে 'কওমি মাতা' খেতাব অর্জন করে খুশিতে নাচছিলেন, তখনই বলেছিলাম তাঁর কওমি সন্তানেরাই তাঁর মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে একদিন।

আসছে কওমি সন্তানেরা বায়তুল মোকাররম থেকে তাদের মাতাকে খেতে। বিশাল মিছিল নিয়ে। 'হাউ কাম" এই ভবিষ্যতের কথা আমি একটা সাধারণ মানুষ জানতাম, কিন্তু বিরাট রাজনীতিক 'কওমি মাতা' জানতেন না"!

এই পোস্ট আসার ১৬ ঘন্টা বাদে, শনিবার বেলা ১২টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যাহয়েছে ৮৯৯, ১৩ ও ৪১। দীপঙ্কর বিশ্বাস লিখেছেন, ".....আসলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির অধঃপতন হয়েছে! মন, মানসিকতা, বিবেক, চৈতন্য কিছুই নেই! খানিকটা আফগানিস্তানের তালিবান অথবা আইসিস অথবা পাকিস্তানি জেহাদিদের মত হয়ে উঠেছে। নিজস্বতা একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। সেই সততা, নম্রতা ভদ্র আচরণ আর নেই! উগ্রবাদী মানুষের আধিক্য বেশি! মৌলবাদ ও মাদ্রাসার প্রাচীন ধর্মিয় শিক্ষা এর মূল কারণ! আমি প্রতিদিন আশাহত হই বাংলাদেশের মানুষ দেখে! আমি প্রতিদিন নিরাশ হই! নিগূঢ় এম মারাক লিখেছেন, "তো কওমি মাতা আর কই শিক্ষা নিলো! 'কওমি মাতা' পদবীতে খুবই খুশিতে আত্মহারা। আদৌ বুঝবে কি?

মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুজুরদের খুশি করতে ৫৬০ টা মডেল মসজিদ নির্মাণ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চান্স দেওয়া এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং ভন্ড পীর মাওলানাদের কাছে ডেকে অনেক সময় তাঁদের সুযোগ বৃদ্ধি ও তাঁদের কথা শোনা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তাঁরাই আজ তাঁর বাবা, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে এবং শেখ হাসিনাকে গদি থেকে নামাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে"।

দীপাংশু শেখর দাস লিখেছেন, "বাংলাদেশ আফগানিস্তান হতে খুব বেশি বাকি নেই বোধহয়? মানবতা পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হবে"।সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "যেমন কর্ম তেমন ফল"।

সুজন কুমার লিখেছেন, "ছোট বেলায় সিনেমায় দেখতাম, সাপুড়িয়াকে তার পালিত সাপই ছোবল দিতো। হাসু ফুফু, হয়তো ভুলে গেছে যে সাপ কখনো, দুধ, কলা খায় না।

কাওমীদের যা দিয়েছেন, তা তারা মগজে ধারণ করলেও অন্তরে ধারন করে না। আওয়ামী লীগ তাদের যা কিছুই দিক কেন, সব তাদের কাছে বিষ"।

টানা বৃষ্টিতে হুগলিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

হুগলি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় জল জমে রয়েছে। উত্তরপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত মাড়োয়ারিপট্টি, দেশবন্ধু পার্ক, হিন্দমোটরের বিধাননগর সহ অনেক এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় স্থানীয় লোকজন বিপাকে পড়েছেন। টানা বর্ষণে ডানকুনি পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় জল জমে রয়েছে। ডানকুনির সুভাষ পল্লী, ডানকুনি স্টেশন পল্লী, সূর্য্যসেন নগরসহ অনেক এলাকা হাঁটু জল জমে রয়েছে। চন্দননগর পৌর কর্পোরেশনের আওতাধীন বাহুবাজার, সুভাষ পল্লী ও চন্দননগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকাগুলোতে জল জমে রয়েছে। বাঁশবেদিয়া পৌরসভার আওতাধীন চক বাঁশবেদিয়া, মন্দির বাজার, গোমতী, বগাপাদা, বউদিপাদা এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে জল ঢুকেছে। যার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্থানীয় জনগণের জীবন যাপন। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণেই এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। প্রতি বছরই এই জল জমে থাকে। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া পৌরসভা থেকে আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসতে চান প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ৩ আগস্ট (হি.স.) : কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নিজে বসতে চান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগের সভানেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে চলমান সহিংসতা ও সংঘর্ষ এড়াতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসতে চেয়ে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণভবনের দরজা খোলা। কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমি বসতে চাই। তাঁদের কথা শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ শনিবার গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত পেনশন ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করেন সরকার-প্রধান।

এর আগে শুক্রবার রাতে গণভবনে এক জরুরি বৈঠক ডেকে চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে বসতে দলীয় তিন নেতাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আওয়ামি লগ সভানেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আন্দোলনকারী সমন্বয়কদের সাথে আলোচনার দায়িত্বপ্রাপ্তরা যথাক্রম আওয়ামি লিগের সভাপতি-মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গির কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এবং কৃষিবিদ আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম।একই সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত তিন নেতাকে একটি টিম গঠন করে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করার দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। এই টিমে ১৪ দলীয় জোটের সিনিয়র নেতাদের যুক্ত করারও নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নবান ও সহনশীল থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন।

কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে, পাম্প চালিয়ে জল সরাচ্ছে পুরসভা

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): শুক্রবার রাত থেকে কলকাতার নানা অংশে বেশি বৃষ্টি হয়। শনিবার সকালেও কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। যার জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যায়। পাম্প চালিয়ে জল সরায় পুরসভা।

ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতা-সহ দুই বঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছিল। শনিবার সকালে উল্টোডাঙা, সল্টলেক, বাগুইআটি, পাতিপুকুর-সহ কলকাতার একাধিক জায়গায় রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। কোথাও কোথাও জল এক হাঁটু সমানও। জলমগ্ন এয়ারপোর্ট ও নিউটাউনের বিভিন্ন এলাকাও।

সামান্য বৃষ্টিতে এলাকার পর এলাকায় জল জমে যাওয়ার জন্য নিকাশি সমস্যাকেই দুষছেন বাসিন্দারা। পাল্টা হিসেবে নাগরিক সচেতনতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে পুরসভা।পুর কর্তৃপক্ষের মতে, কিছু এলাকায় নিকাশি সমস্যা রয়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার আর্জিতে বিশেষ কাজ হয়নি। তারই জেরে বহু এলাকা অল্প বৃষ্টিতেও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

বৃষ্টি না থামলে পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছিল। তবে পাম্পের সাহায্যে সকাল থেকেই সল্টলেক ও কলকাতা পুরসভার এলাকাধীন কয়েকটি এলাকায় জল নামানোর কাজ শুরু করে প্রশাসন।

দুর্য্যোগের মাঝে জল ছাড়ল ডিভিসি, কিছু অঞ্চলে প্লাবনের আশঙ্কা

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): শনিবার মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকেই জল ছাড়া শুরু হল। সেচ দফতর সূত্রের খবর, দুই জলাধার থেকে মোট ৪৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। মাইথন জলাধার থেকে ১২ হাজার ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে ৩৬ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি।

লাগাতার বৃষ্টির জেরে দুর্ভোগ বাড়ছে বাংলার। ডুবছে একাধিক এলাকা। এবার ডিভিসি জল ছাড়ার ফলে একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ডুবতে পারে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমানের নিচু এলাকাগুলি।

ময়ূরাক্ষী নদীতে জল বাড়ার ফলে ভেসে গেল বীরভূমের সাঁইথিয়ার ফেরিঘাট। যার ফলে সাঁইথিয়ার সঙ্গে কার্য্যত যোগাযোগ বন্ধ অন্যান্য অংশের। বহরমপুর, মহম্মদবাজার এমনকী সিউড়ি যেতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হচ্ছে স্থানীয়দের। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ডিঙাল খালের উপর সেতু ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বন্ধ। শুধু যোগাযোগ ছিন্ন নয় ভয়ঙ্কর খাল গিলে খাচ্ছে দুপাড়ের তিন ফসলি জমি।

নির্বিচারে পুকুর ভরাটের মাশুল, মুখ থুবড়ে নিকাশি, বৃষ্টিতে জলমগ্ন পানাগড়

দুর্গাপুর, ৩ আগস্ট (হি.স.) : সংস্কার হয়নি। মজে গিয়েছে নিকাশি। তার ওপর নির্বিচারে পুকুর ভরাট। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হল কাঁকসার পানাগড়, সারদাপল্লী, পানাগড় গ্রাম, বাঁশবেড়া, হাজরাবেড়া, সহ বেশ কিছু এলাকা। মজে যাওয়া নিকাশির জল উপচে পড়ায় বন্দি বহু পরিবার। জলমগ্ন পানাগড় হিন্দি প্রাইমারি স্কুল। এহেন ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। খবর পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন তৎপরতা শুরু করলেও, পরিত্রানের উপায় খুঁজতে কার্য্যত নাকাল।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গোটা রাজ্য। বন্যা পরিস্থিত রাজ্যের কমবেশি সব জেলায়। জলের তলায় ডুবে চাষের মাঠ। জলের তোড়ে ভেঙেছে পুকুর, বাঁধ, রাস্তা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দুর্গাপুরের একাধিক ওয়ার্ড জলে প্লাবিত। একই সঙ্গে জেলার কাঁকসার পানাগড় বাজারে একাধিক এলাকা জলমগ্ন। প্লাবিত হয় কাঁকসার পানাগড়ের বাঁশবেড়া, হাজরাবেড়া, সারদাপল্লী, গ্রাম পানাগড়ের একাংশ, পানাগড় প্রাইমারি স্কুল সংলগ্ন পাড়া সহ একাধিক এলাকা। অভিযোগ, নিকাশি নালা সংস্কার না হওয়ায় মজে গেছে। নতুন নিকাশির কাজ শুরু হলেও তার জল কোথায় গিয়ে পড়বে সেই বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। পানাগড় হিন্দি প্রাইমারি স্কুলের প্রধানশিক্ষক অরুন কুমার বলেন,' স্কুলের পাশে নিকাশি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর তার দরুন স্কুলে জলমগ্ন হয়ে কম্পিউটার, মিড ডে মিলের সামগ্রী, বই নষ্ট হয়েছে। স্কুলের সামনে পুকুর আছে, সেটাও ঠিকমতো সংস্কার হয় না। ফলে জল নিকাশি বেহাল।' সারদাপল্লীর বাসিন্দা তথা পানাগড় নাগরিক মঞ্চের এক সহায়ক প্রদীপ কুমার দে বলেন,' নির্বিচারে পুকুর ভরাট হয়েছে। ফলে জল নিকাশি হয়ে পড়বে কোথায়? তার জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ভরাট ও মজে যাওয়া পুকুর সেভাবে সংস্কার হয়নি। অপরিকল্পিত নির্মান। সেচ নালার ওপর বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। তার ওপর যথেচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাবহার, তার দরুন নিকাশি নালা মজে গেছে। সব মিলিয়ে জনপদ আজ জলমগ্ন।'

প্রশ্ন, শুধু কি নিকাশি মজে যাওয়ায় জলে প্লাবিত? এলাকাবাসী অবশ্য নিকাশির পাশাপাশি নির্বিচারে পুকুর ভরাটকে দায়ি করছে। উল্লেখ্য, পানাগড় গ্রাম সংলগ্ন প্রাচীন রামচন্দ্র দীঘি রয়েছে। গত বছর আট বছর আগের প্রাচীন ওই পুকুরটি ভরাটের উদ্যোগ নেয়। পুকুরের চারপাশে পাকা পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে ছাই ফেলে ভরাটের চেষ্টা হয়। অভিযোগ জমা পড়তেই পুকুর ভরাট বন্ধ হয়। কিন্তু ভরাট অংশের মাটি তোলা দুর অস্ত, ভাঙা হয়নি পাঁচিল। এমনকি নতুন করে সংস্কারও হয়নি। আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। জলাশয়টিকে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে শাসকদলের মদতে ভরাট করার জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রাচীন ওই পুকুর ভরাট করে প্রমোটারি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে পার্শবর্তী ওই এলাকার জল পুকুরে না মিশে গোটা এলাকায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও পানাগড় বাজারে পুরোনো জিটি রোড লাগোয়া পুকুরটি, কাঁকসার প্রয়াগপুর মৌজায় রাস্তার পাশে একাধিক পুকুরে চলছে ভরাট কাজ। এমনকি রাতারাতি তৈরি হয়েছে অ্যাডবেস্টারের সেড করে গ্যারেজ। পানাগড় সবজি বাজারের উল্টো দিকে নন্দী পুকুর আবর্জনায় যেমন মজে যাচ্ছে, তেমনই সুকৌশলে চলছে ভরাট কাজ। আবার মাধবমাঠের ১৬ বিঘার আগর দীঘি ভরাট হয়ে অস্তিত্ব সঙ্কটে। গত আট বছরে শুধু পানাগড় এলাকায় ১০টিরও বেশি পুকুর ভরাট হয়েছে। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে গ্রামবাসীরা। ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষায় ওই সব পুকুরে এলাকার নিকাশি জল জমা হয়। পুকুর ভরাট হওয়ার ফলে বৃষ্টি হলেই প্লাবিত হচ্ছে আশপাশের এলাকা। তাই পুকুর ভরাট বন্ধ হোক। বহু অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক নিস্ক্রিয়তায় জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত। জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম গোটা কাঁকসা জুড়ে এখনও ২২ টি পুকুর ভরাটের কবলে। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে রাজ্য সরকারের জল ধরো জল ভরো প্রকল্পের বাস্তবতায়। একদিকে সরকারি টাকায় "জল ধরো, জল ভরো প্রকল্প" রূপায়নের নামে জনগনের সহানুভুতি আদায়। অন্যদিকে শাসকদলের প্রচ্ছন্ন মদতে চলছে নির্বিচারে প্রাচীন জলাশয় ভরাট। যার ফলে জল সংরক্ষন যেমন থমকে, তেমনি মুখ থুবড়ে জল নিকাশি। পানাগড় চেম্বার অব কমার্সের উপদেষ্টা রতন আগরওয়াল বলেন,' পানাগড় বাজারে পুরোনো জিটিরোডে দক্ষিন পাশে তৈরি হওয়া নিকাশির আউটলেট নেই। কোথায় নিকাশির জল পড়বে সেটা নেই। অপরিকল্পিত নিকাশি নালা তৈরি হয়েছে। নতুন করে অপর পাশে নিকাশি নালা তৈরি হচ্ছে, তাতে আবার ঢাকনা দেওয়ার পর কালো ছাই দিয়ে ঢাকা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে বৃষ্টির জমা জল নিকাশি হবে কিভাবে। নিকাশির মধ্যে প্লাস্টিক আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ফলে নিকাশি মজে যাচ্ছে। জল নিকাশি ব্যাহত হচ্ছে। তার ওপর অপরিকল্পিত ভাবে জবরদখল করে নির্মান। সব মিলিয়ে সাধারন মানুষকে আরও সজাগ ও সচেতন হতে হবে।' স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান,' কেন্দ্র সরকার অনুদান দেয়। আর রাজ্যের শাসকদল উন্নয়নের নামে দুর্নীতি করে টাকা লুট করে। কেন্দ্রের দেওয়া টাকা সঠিক ভাবে বাস্তবায়নে কাজে লাগানো হলে এধরনের পরিস্থিতি তৈরি হত না। এটা রাজ্য সরকারের চরম ব্যার্থতা। পানাগড় বাজারের নিকাশি ব্যাবস্থার জন্য "মাস্টার প্ল্যান" করা দরকার। সেই মতো বাজার ও বাজার সংলগ্ন জনবসতির জল নিকাশির জন্য ড্রেনেজ তৈরি করা। ভরাট পুকুরগুলি সংস্কার করা অবশ্যই দরকার। তা নাহলে আগামীদিনে সামন্য বৃষ্টিতে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে

এবার মন্ত্রী অখিলের প্রকাশ্যে অশালীন তোপ কর্তব্যরত মহিলা বনাধিকারিককে

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ আগস্ট (হি.স.): দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে অপ্রীতিকর মন্তব্য করে ঝড় তুলেছিলেন দেশজুড়ে। এবার মহিলা বনাধিকারিক বা ফরেস্ট অফিসারকে ভরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো হুমকি দিলেন রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক তথা কারামন্ত্রী অখিল গিরির।

তাজপুরে বেআইনি দখল উচ্ছেদে গিয়েছিলেন ফরেস্ট অফিসার মনীষা সাউ। সেখানেই রাজ্যের একজন মন্ত্রীর হুমকির মুখে পড়তে হয় মহিলা আধিকারিককে। সরকারি আধিকারিককে 'বেয়াদপ', 'জানোয়ার' বলেন অখিল।

অবৈধভাবে বনদফতরের জায়গায় দোকান বা ঘর গজিয়ে ওঠার অভিযোগ ওঠে তাজপুরে। অভিযোগ, বনদফতরের জায়গায় আগে থেকেই কয়েকটি দোকান ছিল। সম্প্রতি সমুদ্রের গ্রাসে চলে যায় সেগুলি। শুক্রবার রাতে নতুন করে বনদফতরের জায়গায় দোকান করেন ওই ব্যবসায়ীরা। শনিবার বনদফতর বাধা দিতে গেলে ঘটনাস্থলে যান রামনগরে বিধায়ক অখিল গিরি।

অভিযোগ, সেখানে গিয়েই অখিল গিরি বলেন, "ম্যাডাম আপনি সবাইকে নিয়ে চলুন। বেশিদিন থাকতে পারবেন না। আপনার আয়ু ৭-৮ দিন, ১০ দিন। আমি আপনাকে বলছি। সে বিট অফিসার টফিসার, আমি জানি ফরেস্টের কী কাজ হয়। কত বড় দুর্নীতি আমরা সব জানি। বিট অফিসারের বিরুদ্ধে কী আছে আমি সব জানি। আমি কিন্তু সব ফাঁস করে দেব বিধানসভায়। আপনি আমাকে চেনেন না।"

পাল্টা ওই বিট অফিসার বলেন, "আমার তো কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই।

আপনার সঙ্গেও নেই, ওদের সঙ্গেও নেই। আমার ডিউটি করতে এসেছি।" এরপর আবারও আঙুল নাচিয়ে অখিল গিরি বলেন, "২৫ ফুট আমরা নিলাম। এর ভিতরে যদি আপনি আসেন আপনি ফিরে যেতে পারবেন না। বেশি কথা বলবেন না আপনি একদম। এরকম জানোয়ার, বেয়াদপ রেঞ্জার আসেনি কখনও।"

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

হালকা শীতের আমেজ পড়তেই হেঁশেলে এসেছে কাঁকড়া

উৎসবের ক'দিন ধরে মাছ-মাংস-ডিম খেয়ে মুখে অরুচি হয়েছে। তাই মাছ-মাংসের পদ দেখলে মোটেই আর খেতে ইচ্ছে করছে না। রুচি ফেরাতে যদি নিরামিষ পদ রান্না হয়, তা হলেও খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠবে। সেই সময়ে হাল ধরতে পারে কাঁকড়া। স্বাদবদল হবে, আবার নিরামিষ খাবার খেতে হচ্ছে বলে কেউ অভিযোগও করতে পারবেন না। তাই হালকা ঠান্ডা পড়তে পড়তেই এক দিন ঝাল ঝাল করে রেঁধে ফেলুন কাঁকড়া কষা। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

কাঁকড়া: ২টি
আদা-রসুন বাটা: ২ চা চামচ
টম্যাটো কুচি: আধ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
গোটা গরম মশলা: আধ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা: ২-৩টি
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গরম মশলা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
সর্ষের তেল: ৫-৬ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী:

১) প্রথমে কাঁকড়া ভাল করে ছাড়িয়ে, কেটে সামান্য গরম জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। ২) এ বার কাঁকড়াগুলি নুন, হলুদ মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হতে দিন। তেল গরম হলে ম্যারিনেট করা কাঁকড়া ভাল করে ভেজে নিন। ৪) ওই তেলের মধ্যেই ফোড়ন হিসেবে দিয়ে দিন গোটা গরম মশলা এবং শুকনো লঙ্কা। ৫) সামান্য ভাজা হলে তেলের মধ্যে দিয়ে দিন পেঁয়াজ কুচি। অল্প ভাজা হলে তার মধ্যে দিয়ে দিন আদা, রসুন বাটা। ৬) ভাল করে ভাজা হলে এ বার দিন টোম্যাটো কুচি। এই সময়েই সামান্য একটু নুন দিয়ে ভাল করে কষাতে থাকুন। কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। ৭) তেল ছেড়ে এলে হলুদ, লঙ্কা, জিরে এবং গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে আবার কষাতে থাকুন। ৮) তেল ছেড়ে এলে ওই মিশ্রণে আগে থেকে ভেজে রাখা কাঁকড়া দিয়ে দিন। ৯) কষানো হয়ে গেলে এবং মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে সামান্য জল দিয়ে দিন। ১০) কাঁকড়ার মাংস সেদ্ধ হলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ১১) চাইলে উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

কম্পিউটারে হোয়াটঅ্যাপ ওয়েব পেজ থেকেই বেশি প্রতারণার শিকার হচ্ছে মানুষ

হোয়াটঅ্যাপ এখন আর শুধু মেসেজিং অ্যাপ নয়। টাকাপয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রেও এখন অনেকেই ব্যবহার করেন জনপ্রিয় এই অ্যাপটি। কাজের সুবিধার জন্যে অনেকেই ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সঙ্গে ফোনে থাকা হোয়াটঅ্যাপটি ওয়েবপেজের মাধ্যমে যুক্ত করে নেন। তবে তার জন্যে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের হোয়াটঅ্যাপ ওয়েবপেজের সঙ্গে যুক্ত "কিউআর" কোডটি ফোন থেকে স্ক্যান করে নিতে হয়।

আর এই সুযোগটি কাজে লাগিয়েই হাতসাফাই করছেন প্রতারকেরা।

সিঙ্গাপুর প্রশাসন সূত্রে পাওয়া বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, সে দেশে এই ওয়েবপেজের মাধ্যমে অর্থ কিংবা তথ্য চুরির অভিযোগই সবচেয়ে বেশি। কী ভাবে কাজটি করেন প্রতারকেরা? কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করতে গেলে ওয়েবপেজের প্রয়োজন পড়ে। গুগ্ল থেকে হোয়াটঅ্যাপের ওয়েবপেজের লিঙ্কে ক্লিক করা মাত্রই সেখানে ফোনের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করানোর জন্যে বিশেষ একটি "কিউআর" কোড আসে। ফোন থেকে সেই কোডটি স্ক্যান করলেই ফোন এবং কম্পিউটারে হোয়াট্যাপ যুক্ত হয়ে যায়। প্রতারকেরা সেখানেই ভুয়ো "কিউআর" কোডটি দিয়ে রাখেন। হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করতে গিয়ে বুঝতে না পেরে সেই কিউআর কোড স্ক্যান করে ফেলেন সাধারণ মানুষ। যার সাহায্যে ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য পাওয়ার কাজটি আরও সহজ হয়ে যায়। সিঙ্গাপুর প্রশাসন এই বিষয়টি নিয়ে ততর হলেও এমন ঘটনা কিন্তু ভারতেও ঘটতে পারে বলে সাবধান করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

এই ধরনের জালিয়াতি রুখতে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে?

ফোন থেকে কম্পিউটারে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করতে গিয়ে যদি মাঝপথে হঠাতপেজ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়, ততণাতইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করতে দিতে হবে।

এ ছাড়া অচেনা কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে নিজের হোয়াটঅ্যাপ প্রোফাইলের ভেরিফিকেশন কোড বা সেই সংক্রান্ত ওটিপি জানানো একেবারেই উচিত নয়।

নিজের ব্যক্তিগত ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ছাড়া অন্য কোনও ডিভাইজের সঙ্গে হোয়াটঅ্যাপ যুক্ত করার আগে সতর্ক থাকা উচিত।

পর্যাপ্ত তেল-মশলা পড়লে খাবার সুস্বাদু হয়

পর্যাপ্ত তেল-মশলা পড়লে তবেই খাবার সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তাই যতই মনে ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় জাঁকিয়ে বসুক, তেল-মশলা ছাড়া রান্না করা বেশ কঠিন। তবে অনেক সময় এমনও হয় যে, লঙ্কারগুঁড়ো বা অন্য মশলা যতটা দেওয়ার কথা, তার চেয়ে খানিকটা বেশি পড়ে যায়। এর ফলে খাবার মুখরোচক হয়ে উঠলেও তা শরীরের জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া বেশি মশলা পড়ে খাবারের স্বাদও বদলে যায়। নতুন করে রান্না করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে খাবারের ঝাল-মশলা কমানো যায় কী ভাবে, সেই টোটকাগুলি জেনে রাখতে পারেন।

দুগ্ধজাত খাবার

রান্না শেষ হওয়ার পর চেখে দেখতে গিয়ে যদি দেখেন একটু বেশি ঝাল হয়ে গিয়েছে, তা হলে চিন্তিত হয়ে পড়ার কোনও দরকার নেই। ফ্রিজে দই, দুধ থাকে অনেকেরই। অল্প পরিমাণে কোনও একটি রান্নায় মিশিয়ে দিলে খাবারের আসল স্বাদ ফিরে আসবে। তা ছাড়া ঝোলও খানিকটা ঘন হবে।

টম্যাটো

রান্নায় মশলা বেশি পড়ে গেলে টম্যাটোর উপর ভরসা রাখতে পারেন। রান্নার সময় টম্যাটো দিলেও ঝাল কমাতে আরও এক বার টুকরো করে কেটে দিন। টম্যাটোর টক স্বাদ ঝালের সঙ্গে মিশে স্বাদ ঝাল কমিয়ে দেবে।

খাবারের ঝাল-মশলা কমানো যায় কী ভাবে?

চিনি

রান্নায় চিনি দেন না অনেকেই। তবে অসাবধনতাবশত যদি লঙ্কারগুঁড়ো খানিক বেশি পড়ে যায়, তা হলে এক চিমটে চিনি দিতেই পারেন। চিনি বাড়তি মশলা এবং ঝাল শুষে নেবে। তবে বেশি চিনি দেবেন না। তাতে আবার খাবার মিষ্টি হয়ে যেতে পারে।

লেবুর রস

অনেকেই ঝাল খেতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে রান্নায় যদি কোনও ভাবে ঝাল বেশি হয়ে যায়, তা হলে মুশকিল। এমন পরিস্থিতি যদি তৈরি হয়, তা হলে চিন্তা না করে খানিকটা লেবুর রস রান্নায় মিশিয়ে দিন। ঝাল কমে যাবে, আবার রান্নায় অন্য স্বাদও আসবে।

ডায়েটের নাম ওভো- ভেজিটেরিয়ান

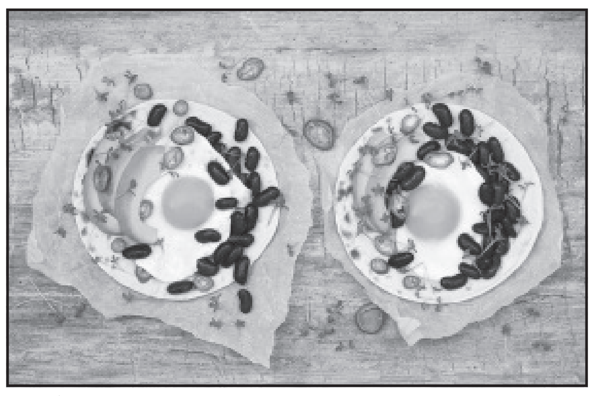

কারও লক্ষ্য ফিটনেস, কারও রয়েছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, কেউ আবার বয়সজনিত কারণে খাদ্যতালিকায় এনেছেন পরিমিতি। সব মিলিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে বিভিন্ন ডায়েট। সেগুলির মধ্যে আবার ভেজিটেরিয়ান বা ভিগান ডায়েট পছন্দ করেন, এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

নিরামিষ ডায়েট কত রকম

মাছ ও মাংসবিহীন ডায়েটকেই ভেজিটেরিয়ান ডায়েট বলা হয়। এর মধ্যে আবার রয়েছে আরও ভাগ। যেমন ল্যাকটো-ভেজিটেরিয়ান, যাঁরা মাছ-মাংস না খেলেও দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খান। ওভো-ভেজিটেরিয়ানদের ডায়েটে আবার রয়েছে ডিম। ওভো-ল্যাকটো ভেজিটেরিয়ানরা ডিম-দুধ, দুই-ই খান। এর সঙ্গে রয়েছে ভিগান, যাঁরা খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেন মাছ, মাংস ও যে কোনও পশুজাত খাদ্য যেমন দুধ, দই বা পনিরও। তবে এই আলোচনা ওভো-ভেজিটেরিয়ান ডায়েট নিয়ে।

এই ডায়েটে কী কী খাওয়া যায়

যে কোনও আনাজ, শস্য, ডালজাতীয় খাবার এবং ফল খাওয়া যায় এই ডায়েটে। এর পাশাপাশি খাওয়া যাবে ডিম, মেয়োনিজ এবং ডিম দিয়ে তৈরি কেক-পেস্ট্রিও।

এই ডায়েটের সুবিধে

পুষ্টিবিদ সুবর্ণা রায়চৌধুরী বলছেন, "ওভো-ভেজিটেরিয়ান ডায়েটে গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রোটিন। সাধারণত, রোজ দেহের প্রতি কেজি ওজন পিছু ১ গ্রাম করে প্রোটিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দেহের ওজন, পেশির গঠনে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" কিন্তু অনেকেরই দুগ্ধজাত খাবারে অ্যালার্জি থাকে বা হজমের সমস্যা দেখা দেয়। সে ক্ষেত্রে তাঁদের দেহে দেখা দিতে পারে প্রোটিনের ঘাটতি। সুবর্ণার পরামর্শ, "যাঁরা নিরামিষ ডায়েটে আছেন, কিন্তু দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে সুবিধেজনক হতে পারে ওভো-ভেজিটেরিয়ান ডায়েট। কারণ ডিম থেকে পাওয়া যায় প্রথম শ্রেণির প্রোটিন। ডিম সহজপাচ্য, সহজলভ্য একটি প্রোটিনের উৎস। প্রোটিন ছাড়াও ডিমে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিনস ও মিনারেলস থাকে। হৃদ্যন্ত্রে সমস্যা থাকলে ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে খেতে পারেন সাদা অংশটি।" সুবর্ণার কথায়, সুস্বাস্থ্যের প্রথম কথা হল নিজের শরীর অনুযায়ী পরিমিত, ব্যালান্সড খাদ্যাভ্যাস। তাই যে কোনও ডায়েট মেনে চলার আগে দরকার পুষ্টিবিদের পরামর্শ।

শীতের শুরুতে ফুসফুসের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে

বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ার এবং ধূলিকণার আক্রমণে সবার প্রথম আক্রান্ত হয় ফুসফুস। কারণ, নাক দিয়ে অক্সিজেন নেওয়ার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় অশুদ্ধি সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছয়। তার পর তা মিশে যায় রক্তের সঙ্গে। সেখান থেকেই নানা সংক্রমণ, অ্যাজমা, সিওপিডি-র মতো যাবতীয় রোগের শুরু হয়। শীতকালে আরও বেশি বাড়ে সংক্রমণে ঝুঁকি। ইতিমধ্যেই রাতের দিকে শীত শীত ভাব পড়তে শুরু করেছে। এই সময়ে সতর্ক না হলেই ফুসফুসে সংক্রমণ জাঁকিয়ে বসে। একটু সতর্ক হলেই শীতের সময়ে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়িয়ে চলা যায়। জেনে নিন, শীতের মরসুমে ফুসফুস চাঙ্গা রাখবেন কী ভাবে। ১) ফুসফুসের সংক্রমণ এড়িয়ে চলতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলতে হবে।

সংক্রমণ ঠেকাতে ঘন ঘন হাত ধোয়া ভীষণ জরুরি। রাস্তায় বেরোলেই স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখুন। সময় করে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ২) ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য দূষণ এবং ধূলিকণার দোষ যদি হয় ৬০ শতাংশ, তা হলে ৪০ শতাংশ দায় কিন্তু ধূমপানের। এই আবহাওয়ায় ফুসফুসের জটিল রোগ "সিওপিডি" বেড়ে যাওয়ার জন্যও দায়ী সেই ধূমপান। তবে সিগারেট থেকে শুধু প্রত্যক্ষ ধূমপায়ীরা নন, আশপাশে পরোক্ষ ধূমপায়ীরাও কিন্তু আক্রান্ত হন।

৩) ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকাতে আবার মাস্ক পরার অভ্যাস শুরু করুন। রাস্তায় বেরোলে কিংবা ভিড়ের মধ্যে কোথাও গেলে মাস্ক পরা জরুরি।

ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকাতে আবার মাস্ক পরার অভ্যাস শুরু করুন। ৪) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে ব্যায়াম করা আবশ্যিক। কিন্তু ফুসফুসের কার্যকারিতা ভাল রাখতে গেলে বিশেষ কিছু ব্যায়াম রয়েছে, যা ফুসফুস পরিষ্কার করার পাশাপাশি, তার কার্যক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে করা এই ব্যায়ামগুলি কাজ করতে করতেও করা যায়। তবে খেয়াল রাখবেন, যে ব্যায়ামই করুন না কেন, তা যেন পরিমিত হয়। অতিরিক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করলে অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু হাঁপানির সমস্যা দেখা দিতে পারে। ৫) এই সময়ে ফুসফুসের সংক্রমণ ঠেকাতে স্বাস্থ্যকর খাবারদাবার খাওয়া জরুরি। ডায়েটে বেশি করে ফল ও শাাকসব্জি রাখুন। ভিটামিন সি-তে সমৃদ্ধ ফল শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাই রোজ লেবু, কমলালেবুজাতীয় ফল বেশি করে খেতে হবে।

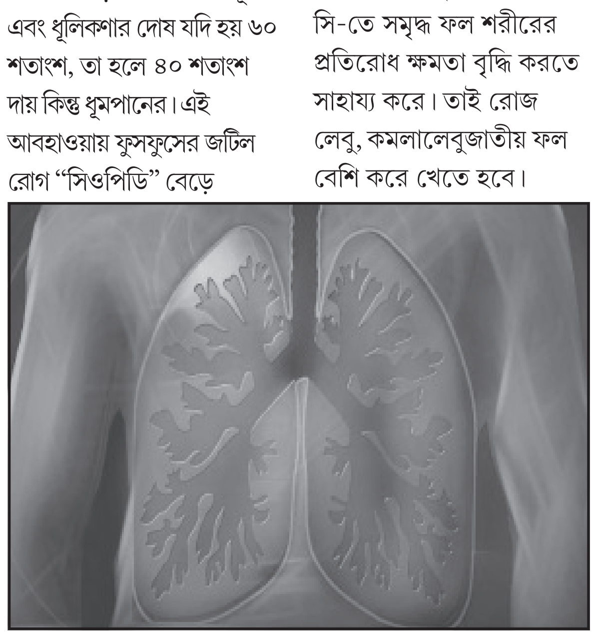

দীর্ঘজীবী হওয়ার মন্ত্র কী

চাইলে কি আমরা আমাদের আয়ু বাড়িয়ে নিতে পারি? দেহের "আজব ঘড়ি"টিকে চালাতে পারি আমাদের ইচ্ছেমতো? জীবনশৈলীতে সংযম আনলে আয়ু বৃদ্ধি সম্ভব, এমনটাই জানিয়েছেন লেখক ড্যান বাটনার। তাঁর বই "দ্যা ব্লু জোন্স"-এ আয়ু বৃদ্ধির তিনটি উপায়ের কথা লিখেছেন লেখক। দীর্ঘজীবী হতে জীবনে বাবার মন্ত্রই মেনে চলেন তিনি।

ড্যান বলেছেন, "আমার বাবা ১০১ বছর জীবিত ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বেশ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতেন। ৭০ বছর বয়স অবধি তিনি নিয়মিত সকালবেলা মাঠে দৌড়তে যেতেন। মানসিক চাপ থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতেন। পরিবার ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে সবসময় হাসিখুশি থাকতেন।" লেখক লিখেছেন, "আমিও ১০০ বছর বাঁচতে চাই। আর দীর্ঘজীবী হতে আমিও বাবার মন্ত্রই মেনে চলি।"

ড্যান তাঁর বাবার খাদ্যাভ্যাস নিয়েও আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে। তিনি লেখেন, "বাবা বলতেন প্রাতরাশ খেতে হবে রাজার মতো করে, দুপুরের খাবার খেতে হবে যুবরাজের মতো করে আর রাতের খাবার খেতে হবে আমজনতার মতো করে। রাতের খাবার বিকেলের মধ্যেই সেরে ফেলতেন বাবা। আর তিনি সবসময় বলতেন যে, পেট ৮০ শতাংশ ভরে গেলেই খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত।" লেখক নিজে এক সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়ে ফেলতেন। তবে এখন তিনি মেপে খান। তাঁর রোজের খাবারে ৯০ শতাংশই শাকসব্জি থাকে। মাঝেমধ্যে মাছ খান তিনি। বাইরের ভাজাভুজি, রেস্তরাঁর খাবার একেবারে খান না বললেই চলে। লেখক লিখেছেন, "বাবা নিয়মিত মদ্যপান করতেন। তবে শেষ পাঁচ বছরে তিনি মদ্যপান একেবারেই বন্ধ করে দেন। আমি অবশ্য রোজ রাতে দু'গ্লাস ওয়াইন খাই। জানি এই অভ্যাস ভাল নয়, তবে এখনও পর্যন্ত এই অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি।"

বাবার মতোই নিয়মিত শরীরচর্চা করেন ড্যান। তবে বদ্ধ ঘরে বসে নয়, খোলামেলায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকেই শরীরচর্চা করতে পছন্দ করেন তিনি। লেখক বলেন, "একা থাকতে পছন্দ করতেন না বাবা। মায়ের মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেন তিনি। বিষয়টি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তবে তাঁকে খুশি থাকতে দেখে আমিও সবটা মেনে নিয়েছিলাম।" লেখকের মতে, মানসিক চাপ শরীরে ধূমপানের মতোই ক্ষতি করে। দীর্ঘজীবী হতে মানসিক চাপ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই শ্রেয়। সব সময়ই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে হইহুল্লোড়, আনন্দ করতে হবে।

খাবারগুলি নিয়মিত খেতে হবে?

জীবনের বাইশ গজে সেঞ্চুরি করতে চান অনেকেই। কিন্তু একটা বয়সের পর থেকে শারীরিক নানা অসুস্থতা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। ফলে দীর্ঘ দিন সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। চিকিতকেদের মতে, সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য প্রথমেই ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করা জরুরি। সেই সঙ্গে কমাতে হবে মদ্যপানও।

অত্যধিক মানসিক চাপও কমিয়ে দেয় আয়ু। তবে দীর্ঘ জীবন পেতে শুধু এই অভ্যাসগুলি বদলে ফেললে চলবে না, সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও আনতে হবে বদল। অতিরিক্ত ভাজাভুজি, মিষ্টি আর নোনতা খাবার একেবারেই বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়ম করে খেতে হবে কয়েকটি খাবার।

কোন খাবারগুলি বাড়িয়ে দিতে

বেদানা দীর্ঘ দিন সুস্থ থাাতে সাহায্য করতে পারে বেদানা। বেদানায় থাকা ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি, বেদানার রয়েছে আরও অনেক গুণ। বেদানা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বেদানা পেশির ক্ষয়ের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়াও বার্ধক্যজনিত নানা অসুখ, স্নায়ুর নানা সমস্যাও কমিয়ে দিতে পারে এই ফল।

কাঁচকলা

দীর্ঘায়ু পেতে ভরসা রাখতে পারেন কাঁচকলায়। উচ্চ রক্তচাপের কারণে অনেকেই হৃদ্রোগে ভুগছেন। কাঁচকলা উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কাঁচকলায় থাকা ভিটামিন, মিনারেলস এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর উপাদান রোগের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা জোগায়। তা ছাড়া, কাঁচকলা কিডনির ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ খাবার

সামুদ্রিক মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। এই অ্যাসিড প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। যে কোনও রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। সেই সঙ্গে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ফ্যাটি অ্যাসিডের জুড়ি মেলা ভার।

মধু

হৃদ্রোগ এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। রোজ নিয়ম করে এক চামচ খাঁটি মধু খেলে অনেক কঠিন রোগের ঝুঁকি কমে। বিশেষ করে মধু ক্যানসারের মতো মারণরোগের আশঙ্কা কমায়। স্তন, যকৃতএবং অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় মধু।

ভোগের খিচুড়ির স্বাদই আলাদা

পুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভোগ। বাড়ির পুজোর ভোগে নানা রকম পদের দেখা মিললেও পাড়ার মণ্ডপে ভোগ বলতে খিচুড়ির প্রাধান্যই বেশি। নানা রকম সব্জি দিয়ে খিচুড়ি রান্না কঠিন নয়। মায়ের হাতে রান্না করা খিচুড়িও স্বাদে অতুলনীয়। কিন্তু সেই খিচুড়ির স্বাদও কিছুতেই পুজোর ভোগের মতো হয় না। অথচ বাড়িতে সহজেই পুজোর ভোগের খিচুড়ি রান্না করা যায়, রইল রেসিপি।

উপকরণ গোবিন্দভোগ চাল: ৫০০ গ্রাম মুগ ডাল: ৫০০ গ্রাম
তেজপাতা: ৩/৮ টি
আলু: ২টি
পাঁচফোড়ন: ১ চামচ
মটরশুঁটি: ১৫০ গ্রাম
এলাচ: ৩টি
দারচিনি: পরিমাণ মতো
তেল (ভাজার জন্য)
আদাবাটা: ২ চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
কাঁচা লঙ্কা: ২-৩টি
ঘি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী

১) প্রথমে চাল এবং ডাল ধুয়ে শুকিয়ে পাত্রে রাখুন। এর পর আলু, ফুলকপি কেটে, মটরশুঁটি ছাড়িয়ে রাখুন।

২) এর পর কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। আলু, ফুলকপি, ও মটরশুঁটি অল্প আঁচে ভেজে আলাদা করে তুলে রাখুন। তার পর মুগ ডাল ভেজে সেদ্ধ করে নিন।

৩) এর পর কড়াইতে সামান্য ঘি দিন। গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন।

৪) ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছু ক্ষণ পরে আদাবাটা আর হলুদ দিয়ে দিন।

৫) এর পর সেদ্ধ ডাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। প্রয়োজন মতো জল দিয়ে অল্প ফুটে উঠলে স্বাদ মতো নুন দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন।

৬) চাল আর ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা আলু, ফুলকপি আর মটরশুঁটি দিয়ে দিন। আরও কিছু ক্ষণ অল্প আঁচে রেখে দিয়ে নামিয়ে নিন। উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

শীতে রুক্ষতার হাত থেকে বাঁচতে ক্রিম

প্রসাধনী কিংবা রূপচর্চার কথা বললে প্রথমে মেয়েদের কথাই মাথায় আসে। তবে পুরুষেরাও আর পিছিয়ে নেই। যদিও অনেক পুরুষ আছেন, যাঁরা বছরের অন্য সময়ে নিয়ম করে ক্রিম, টোনার, স্ক্রাবার মাখেন না। কিন্তু শীত পড়ার আভাস পেলেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মাখেন। বিশেষ করে দাড়ি কামানের আগে। সামনেই তো "নো সেভ নভেম্বর"।

কারণ, শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। আবহাওয়ার রুক্ষ ভাব গালে থাকা দাড়িকে আরও কঠিন করে তোলে। তাই শেভ করার আগে তা নরম করে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন অনেকেই। দাড়ি কাটার জন্য ক্রিম, জেল বা ফোম ব্যবহার করার চল রয়েছে। কিন্তু কোনটি ব্যবহার করলে ঠান্ডার সময়ে দাড়ি কাটার কাজটি সহজ হবে, তা বুঝতে পারেন না অনেকে।

এই বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, ফোম এবং ক্রিমের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নেই। ফোম আগে থেকে তৈরি করা থাকে। তাই এই উপাদানের ভিতরে বাতাসের পরিমাণ থাকে বেশি। ফলে ফোম ব্যবহার করে শেভ করার পর ত্বকে জ্বালা অনুভব হয়। অন্য দিকে, ক্রিমের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি থাকে না। কারণ, ক্রিমের মধ্যে ময়েশ্চারাইজারের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এই প্রসাধনীটি ব্যবহার করলে অনেকেই দাড়ি কামানোর কষ্ট বুঝতে পারেন না। আবার ত্বক স্পর্শকাতর হলে দাড়ি কাটার পর র্যাশ, ফুসকুড়ি বা ব্রণের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে জেল ব্যবহার করাই শ্রেয়।

তবে জেল, ক্রিম বা ফোম কে কোনটি ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করবে ওই ব্যক্তির ত্বকের ধরনের উপর। কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত তৈলাক্ত হয়, সে ক্ষেত্রে জেল ব্যবহার করা

বাংলাদেশে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সৃষ্ট সহিংসতায় রাজধানীঢাকাসহ সারাদেশ বিক্ষোভে উত্তাল। আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি যোগ দিয়েছে অভিভাবক, শিক্ষক ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার দুপুর থেকে শহীদ মিনার এলাকায় জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। বিকেল নাগাদ শহীদ মিনার এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। শহীদ মিনার ও আশপাশের এলাকা স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। অনেকের হাতে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও বিক্ষোভ-স্লোগানে অংশ নিয়েছেন। অনেককে দেখা গেছে সন্তান-পরিবার নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে। এদিকে দুপুর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার এলাকায় একত্রিত হয় শিক্ষার্থীরা। মুহুর্মুহু স্লোগানে প্রকম্পিত করে তোলে রাজপথ। শহীদ মিনার এলাকায় শিক্ষার্থীরা 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে,' 'জাস্টিস জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস,' 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দিবো রক্ত,' স্বৈরাচারের গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে,' 'জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো,' 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর,' এসব স্লোগান দিচ্ছেন।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শনিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কর্মসূচিতে যোগ দিতে দলে দলে শিক্ষার্থীরা এসে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে অবস্থান নিচ্ছেন। এতে করে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যানচলাচল। শনিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন সড়কে শিক্ষার্থীদের অবরোধের ফলে যানচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে চরমে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে রাজধানীজুড়ে। জানা গেছে, ইতোমধ্যে যাত্রাবাড়ী, শান্তিনগর, সাইন্সল্যাব, রামপুরা, মেরুল বাড্ডা, নতুন বাজার, কুড়িল বিশ্বরোড, মিরপুর-১০ ও উত্তরায় অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এসময় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের কুমিল্লা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোহর, রংপুরসহ বিভিন্নস্থানে দফায় দফায় শিক্ষার্থীদের সাথে ক্ষমতাশীন আওয়ামীলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে এতে দুই শতাধিক আহত হওয়া খবর পাওয়া গেছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, গণভবনের দরজা খোলা। কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমি বসতে চাই। তাদের কথা শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না। শনিবার গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গড়ে ওঠা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সংগঠনটির সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম শনিবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তাদের এ অবস্থান স্পষ্ট করেন। একই সঙ্গে রবিবার ডাকা অসহযোগ আন্দোলন সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাধারণ জনতাকেও রাস্তায় নামার অনুরোধ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।এদিকে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন ও তার পরবর্তী পরিস্থিতির পাশাপাশি গত জানুয়ারি মাসের জাতীয় নির্বাচনের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি দিয়েছেন দেশটির পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং উচ্চকক্ষ সিনেটের ২২ জন সদস্য।

সংলাপের জন্য গণভবনের দরজা খোলা আছে কোটা আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী

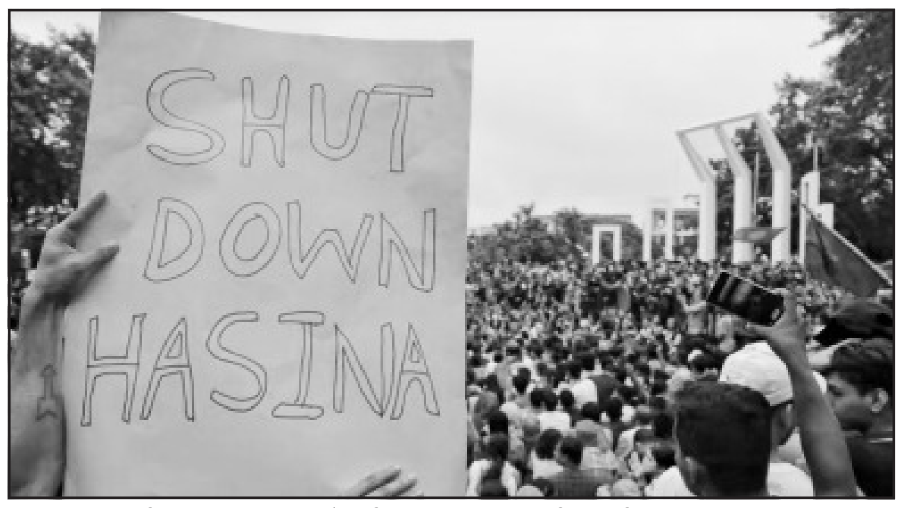

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে সৃষ্ট সহিংস পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, গণভবনের দরজা খোলা। তাদের সঙ্গে আমি বসতে চাই, তাদের কথা শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না। শনিবার (৩ আগস্ট) গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, আমি আবারও বলছি, আন্দোলনকারীরা চাইলে আমি এখনো আলোচনায় রাজি। তারা যেকোনো সময় (গণভবনে) আসতে পারে। দরকার হলে তারা তাদের অভিভাবকদের নিয়েও আসতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তাদের কথা শুনতে চাই; শুনতে চাই- তাদের কী কী দাবি অপূর্ণ রয়ে গেছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রায় এক মাস পর এই প্রথম তিনি এ ধরনের ইঙ্গিত দিলেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেন,আমি কারো দাবির অপেক্ষায় থাকিনি। শেখ হাসিনা বলেন, আমি চাই এর সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক না কেন, পুলিশ হোক বা অন্য কেউ, তার বিচার হোক। যাদের কাছে অস্ত্র ছিল এবং যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের সবার বিচার ও তদন্ত হওয়া উচিত। শুধু ঢাকায় নয়, দেশের অন্যত্রও যেসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঘটেছে, তার তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে জানান তিনি। হাসিনা বলেন, এজন্য আমি বিচার বিভাগীয় কমিশনে আরও দুজন বিচারক এবং তিনজন সদস্য নিয়োগ দিয়েছি। তদন্ত যাতে সুষ্ঠু হয়, সে কারণে তিনি কমিশনের কাজের পরিধি ও সময়ও বাড়িয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। যারা 'হত্যাকাণ্ড' ঘটিয়েছে তাদের সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে চান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি সেটাই চাই। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যেই জড়িত থাকুক না কেন, তাকে অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে; তদন্ত করে জড়িতদের চিহ্নিত করা হবে। রংপুরে পুলিশের গুলিতে শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহত হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে পুলিশ সদস্য এ ঘটনার জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার ব্যাপারে অভিযোগের তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকেও বিচারের আওতায় আনা হবে।

সহিংসতা ঘিরে গ্রেপ্তারদের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, একইসঙ্গে আটক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে যারা একেবারেই জড়িত নন, তাদের মুক্তি দেওয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছি; এটি শুরু হচ্ছে। যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তারাই কেবল কারাগারে থাকবে এবং বাকিরা মুক্তি পাবে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী এসময় বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তাবিত সর্বজনীন পেনশনের 'প্রত্যয় স্কিম' বাতিল করার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমরা এটি পুরোপুরি বাতিল করছি। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে এটি আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিল। এরপর সার্বিক বিষয়গুলো মাথায় রেখেই আমরা এই প্রকল্প চালু করি। আমরা সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রেখেছিলাম।

প্রসঙ্গত, প্রত্যয় স্কিমকে বৈষম্যমূলক' আখ্যা দিয়ে এটি বাতিল করতে গত ১ জুলাই থেকে আন্দোলন করে আসছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা।

জনগণ বিচার প্রক্রিয়ায় এতটাই বিরক্ত যে তাঁরা কেবল নিষ্পত্তি চায় : প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি.স.): জনগণ বিচার প্রক্রিয়ায় এতটাই বিরক্ত যে তাঁরা কেবল নিষ্পত্তি চায়। এই মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতির কথায়, জনগণ আদালতের বিষয়ে 'এত বিরক্ত' হয়ে গিয়েছে, যে তাঁরা কেবল এর থেকে নিষ্পত্তি চায়। সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত বিশেষ লোক আদালতের শনিবার ছিল শেষ দিন। নাগরিকদের সহজতম এবং দ্রুততম উপায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য। সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ লোক আদালত সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'জনগণ আদালতের বিষয়ে এতটাই বিরক্ত যে তারা কেবল একটি নিষ্পত্তি চায়। এই বিষয়টি বিচারক হিসাবে আমাদের সকলের জন্য উদ্বেগের কারণ।'

তুফানগঞ্জে হাইটেনশন তারের খুঁটিতে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

বক্সিরহাট, ৩ আগস্ট (হি.স.) : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢলডাবরী এলাকায় পারিবারিক অশান্তির জেরে বিদ্যুতের হাইটেনশন তারের খুঁটিতে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক যুবক। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভীড় জমায় স্থানীয় মানুষজন। আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দারা ও পরিবারের লোকেদের অনেক অনুরোধের পর আত্মহত্যার মত পরিবর্তন করে নীচে নেমে আসেন।জানা গিয়েছে, আত্মহত্যা করতে যাওয়া যুবকের নাম অজয় বর্মন। বাড়ি ঢলডাবরি এলাকায়। পারিবারিক অশান্তির জেরে এদিন বাড়ির পাশে থাকা একটি বিদ্যুতের উঁচু স্তম্ভে উঠে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শী রমেশ দাস বলেন, "উচুঁ বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক প্রতিবেশী যুবক। এক ঘন্টা ধরে তাকে নামানোর অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই আমরা। এরপর পুলিশ ও পরিবারের লোকজন এসে বুঝিয়ে নিচে নামানো হয় তাকে। তবে আরেকটু হলেই ভয়ংকর বিপদ ঘটতে পারতো।"

কর্মরত মহিলা আধিকারিককে মন্ত্রী অখিলের হুমকিতে আলোড়ন

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের একজন মন্ত্রীর হুমকি-হুঁশিয়ারির ভিডিয়ো সামনে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। একজন মন্ত্রী বল বেঁধে, অনুগামীদের নিয়ে এসে একজন কর্মরত মহিলা সরকারি আধিকারিক মনীষা সাউকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, এই ঘটনায় আলোড়ন পড়েছে। সমালোচনা করছে বিভিন্ন মহল।

সরকারি জমি থেকে ওপরমহলের নির্দেশক্রমে দখলমুক্তি অভিযানে যাওয়া মহিলা অফিসারকে রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক তথা কারামন্ত্রী অখিল গিরি শনিবার তেজের সঙ্গে 'বেয়াদপ', 'জানোয়ার'-সহ কিছু আপত্তিকর কথা বলে 'ডাং দিয়ে পেটানোর' হুমকি দিয়েছেন। বলেছেন, "এভাবে চললে আপনার আয়ু আর ক'দিন। বেশি কথা বললে আপনি আর ফিরে যেতে পারবেন না"। বিতর্ক এসব নিয়েই।

বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "অখিলবাবুকে তো বিধানসভায় দেখেছি। এটা ওনাদের দলীয় শিক্ষা। ফলে এইভাবেই ওনারা কথা বলবেন যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন।"

গত ২৪ জুলাই নবান্ন সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন দখল হচ্ছে, কেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি না? কেউ টাকা খেয়ে, কেউ টাকা খাইয়ে একটা মাল্টিপিল ইন্টারেস্টেড গ্রুপ এসব করছে। কিন্তু তারা ভুলে গেছে রাজ্যের আইডেন্টিটি নষ্ট করছে। আমি অর্ডার দিচ্ছি, রাম-শ্যাম-যদু-মধু যেই হোক, এমনকি আমি হলেও যেন না ছাড়ে"।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বুঝিয়ে দিয়েছেন অখিলের আচরণ কোনওভাবেই অনুমোদন করেন না তিনি। বীরবাহা হাঁসদা বলেন, "একজন কর্মরত অফিসার, তিনি মহিলা, কোনওভাবেই তা সমর্থন করি না। আমার মনে হয় অখিলদার ব্যক্তিগত কিছু বলার থাকলে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারতেন। মহিলা অফিসারকে ডিউটিরত অবস্থায় এটা বলা ঠিক না। আমরা যারা দায়িত্বে আছি, আমাদের একটু ভাবনাচিন্তা করে এগোনো দরকার।"

বামপন্থী কর্মী সংগঠনের নেতা মলয় মুখোপাধায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, "আমরা যদি সরকারি কাজে বাধা দিই জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়। সেক্ষেত্রে কেন এক্ষেত্রে অভিযুক্ত কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না?"

তবে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বলেন, "আমি এটা জানি না।"

কাছে এসেও ২৫ মিটার পিস্তলে তৃতীয় পদক অধরা মনুর

প্যারিস, ৩ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার অলিম্পিকের অষ্টম দিনে সারা দেশের নজর ছিল মনু ভাকেরের দিকে।কারণ সবারই মনে হয়েছিল তিনি শনিবার আরও একটা পদক ভারতকে এনে দেবেন। কারন এর আগেই তিনি দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। এদিন তিনি ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনালে নেমেছিলেন। ছিলেন পদক জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনেও।কিন্তু তৃতীয় পদক মনুর পাওয়া হল না। শুরুটা ভালো করেও শেষটা ভালো হল না মনুর। ২৫ মিটার পিস্তলের ফাইনালে চতুর্থ হলেন তিনি। এক সময় হাঙ্গেরির ভেরোনিকা আর মনুর পয়েন্ট ছিল সমান সমান।টাইব্রেকারে পারলেন না মনু। বাজিমাত করলেন হাঙ্গেরির ভেরোনিকা। কারন ট্রাইবেকারে দুটো শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মনু। সেই সুযোগে ব্রোঞ্জ পেয়ে যান হাঙ্গেরির শুটার। আর চতুর্থ স্থানে থেমে যেতে হয় মনুকে। হতাশ মনু ভাকের। তবে তাঁর লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে গোটা দেশ।

বিপজ্জনক অবস্থায় তমলুকের সরকারি দফতর : ছাদ ফুটো, ভাঙাচোরা বিল্ডিংয়ে আতঙ্কে কাজ কর্মীরা

তমলুক, ৩ আগস্ট(হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকের আবাসবাড়ি এলাকায় দুটি বেসরকারি বিল্ডিংয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়ায় থাকা রাজ্য সরকারের চারটি দফতর বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। উপভোক্তা বিষয়ক দফতর, উপভোক্তা আদালত, কৃষিজ বিপণন দফতর, এবং কৃষি উপ-অধিকর্তার অফিসএই চারটি দফতরের কর্মীরা প্রতিদিন ছাদ ভাঙার আতঙ্ক নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে এই অফিসগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করার ফলে চারিদিকে আগাছায় ভরে গেছে এবং বিল্ডিংয়ের চাঙর ভেঙে পড়ছে। বিল্ডিংয়ে দেখা দিয়েছে ফাটল। তাম্রলিপ্ত পৌরসভার পক্ষ থেকে সতর্কীকরণমূলক ফ্লেক্স টাঙিয়ে অফিসের আধিকারিক, কর্মী এবং অফিসে আসা সাধারণ মানুষদের সতর্ক করা হয়েছে।

শনিবারও দিঘা যাওয়ার একাধিক ট্রেনের সময়সূচির বদল হলো

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): শনিবারও দিঘার একাধিক ট্রেনের সময় বদল করা হল। তাই যাঁরা আজ দিঘা যাওয়া বা দিঘা থেকে ফেরার পরিকল্পনা করেছেন, তাঁদের সফরসূচী বদল করতে হয়।

শুক্রবার হাওড়া থেকে দিঘার একাধিক ট্রেনের সময় বদল হয়েছিল। হাওড়া- দিঘা তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস,হাওড়া-দিঘা কাণ্ডারি এক্সপ্রেস, হাওড়া-বারবিল জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের সময় বদল করা হয়। দেরিতে চলার কারণেই এই সময় বদল ছিল।

১২৮৫৭ হাওড়া- দিঘা তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ৩ অগাস্ট তারিখে সকাল ৬ টা ৪৫ এর পরিবর্তে ৮ টা ৪৫ এ হাওড়া থেকে ছেড়েছে। যোগাযোগকারী রেক দেরিতে আসার কারণেই এই সময় পরিবর্তন।

১২৮৫৮ দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ৩ অগাস্ট তারিখে সকাল ১০ টা ৩৫ এর পরিবর্তে ১২ টা ৩৫ এ দিঘা থেকে ছাড়বে। এক্ষেত্রেও যোগাযোগকারী রেক দেরিতে চলার কারণেই এই সমস্যা।

২২৮৯৭ হাওড়া-দীঘা কাণ্ডারি এক্সপ্রেস ৩ তারিখ দুপুর ২ টো ২৫ এর পরিবর্তে বিকেল ৪ টো ২৫ এ হাওড়া থেকে ছাড়বে।যোগাযোগকারী রেক দেরিতে চলার কারণেই এই সময়সূচি বদল।

২২৮৯৮ দিঘা-হাওড়া কাণ্ডারি এক্সপ্রেস ৩ অগাস্ট সন্ধে ৬ টা ২৫ এর পরিবর্তে রাত ৮ টা ২৫ এ দিঘা থেকে ছাড়বে। যোগাযোগকারীরেক দেরিতে চলার জন্যই এক্ষেত্রে পরিবর্তন।

গত মাসে পর্যটকদের চাহিদা সামলাতে বিশেষ ট্রেন চালিয়েছিল রেল। কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়েছিল ট্রেনগুলি।

কাঁকসায় পাইপ চাপা পড়ে কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যু

দুর্গাপুর, ৩ আগষ্ট (হি.স.): পাইপ চাপা পড়ে কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যু। মৃতের পরিবারকে ক্ষতি পূরণের দাবিতে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম ছিদাম দাস (৫৮)। বাঁশকোপা এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে বাঁশকোপা শিল্প তালুকের একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় পাইপ সরানোর কাজ করছিল। ওই সময় উপর থেকে একটি পাইপ পড়ে গুরুতর জখম হন ছিদামবাবু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিদামবাবুকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। শনিবার দুপুরে ক্ষতি পূরণের দাবিতে কারখানার গেটের সামনে মৃতদেহ রেখে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন কারখানার শ্রমিক ও এলাকাবাসীরা। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় দাস ও জগবন্ধু দাসের অভিযোগ,'ওই বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় নিরাপত্তার অভাবে বারেবারে শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে পড়তে হচ্ছে। শুক্রবার নাইট শিফটে কারখানায় পাইপ সরানোর কাজ করছিলেন ছিদাম দাস। তখনই একটি পাইপ ওপর থেকে পড়ে যায়। কর্মস্থলে সুরক্ষার অভাবেই মৃত্যু হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দায় সারতে চাইছে। কিন্তু যতক্ষণ না সরকারের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ এবং মৃতের ছেলেকে কাজ দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতদেহ রেখে চলবে এই বিক্ষোভ।' এদিন বিকাল পর্যন্ত নিজেদের দাবিতে অনড় বাসিন্দারা। তবে এলাকায় মোতায়ন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

সহিংসতায় জড়িত অভিযোগে ধৃত সাধারণ ছাত্রদের মুক্তির নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী হাসিনার

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ৩ আগস্ট (হি.স.) : সহিংসতায় জড়িত অভিযোগে ধৃত সাধারণ ছাত্রদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ শনিবার গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আটক সাধারণ ছাত্রদের মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'গণভবনের দরজা খোলা। কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমি বসতে চাই, তাদের কথা আমি শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না।'

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত পেনশন ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করেন সরকার-প্রধান।রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্ট সহ ৯ দফা দাবিতে দেশের জেলায় জেলায় বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারী ছাত্ররা। আয়োজিত গণমিছিলে পুলিশ, ছাত্রলিগ-যুবলিগের হামলার অভিযোগ এসেছে। এতে শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা হতাহত হয়েছে দাবি করে এর প্রতিবাদে আজ শনিবার সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে বৈষম্য-বিরোধী ছাত্রগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে সরকারের পদত্যাগের দাবীতে সব পথ মিশেছে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে সরকারের পদত্যাগের এক দফা, এক দাবি স্লোগানে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। ছাত্র-জনতার হাতে উড়ছে পতাকা, চলছে বিক্ষোভ। স্বাধীনতার পর এত রক্ত দেখেনি দেশ, বিদ্রোহে ফেটে পড়েনি মানুষ। নির্বিচারে গুলির প্রতিবাদে তারা আজ এক হয়েছে, সব পথ মিশে গেছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দিয়ে রাজপথে নেমেছে রাজধানীবাসী। দুপুর থেকে তারা জড়ো হতে থাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। এখনো সেখানে উপচে পড়ছে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের ঢল।

সরেজমিনে দেখা গেছে, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পলাশীসহ বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারে যাচ্ছে হাজারো জনতা। দলে দলে তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, গান-কবিতায় জানাচ্ছে সংহতি।

একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, অফিসের অনেক বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমিসহ আমার অনেক সহকর্মী এখানে এসেছি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে। আমরা এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হয়েছে। অনেককে হত্যা করা হয়েছে। আমি শিক্ষার্থীদের আহ্বানে এখানে এসেছি, তাদের সঙ্গে সংহতি জানাতে এসেছি। সারাদেশে ছাত্র-নাগরিকের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে হামলা করে খুনের প্রতিবাদ ও ৯ দফা" দাবিতে গতকাল নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তারা আজ রোববার থেকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী এবং টাটা সনস-এর চেয়ারম্যানের হাতে সম্পন্ন ২৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভূমিপূজন

জাগিরোড (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : দিনক্ষণ দেখে আজ শনিবার দুপুর ১২টায় অসমের জাগিরোডে ২৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রস্তাবিত সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভূমিপূজন সম্পন্ন হয়েছে। বহুজনের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং টাটা সনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরন অসমের প্রথম সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট বা অর্ধ পরিবাহী সমাবিষ্টকরণ ও পরীক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিপূজন করেছেন।

ভূমিপূজনের পর আয়োজিত হাজারো জনতার সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং টাটা সনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরন প্রস্তাবিত এই প্রকল্প এবং এর ফলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু তথ্য সংবলিত বক্তব্য পেশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা প্রথমে অসমে ভারী এই শিল্প-প্রকল্প স্থাপন করার সিদ্ধান্তে টাটা গ্রুপ, বিশেষ করে রতন টাটাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অসমে বিশাল বিনিয়োগ করছে টাটা গ্রুপ। অসমের ইতিহাসে এটা সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ। আজ অসমের জন্য এক বিশেষ সুবর্ণ দিন। সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পটি অসমের জন্য এক মাইলস্টোন হবে। এটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম এবং দেশের তৃতীয় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট।তিনি বলেন, এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের জন্য এক হাজার যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেবে টাটা গ্রুপ। প্রশিক্ষণের পর এই প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবেন প্রশিক্ষিতরা।ড. শর্মা বলেন, 'অসমে শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। এতদিন এর পরিবেশ ছিল না। বেসরকারি কোম্পানি এগিয়ে আসত না। শিল্পবিপ্লবের অংশীদার হয়েছে টাটা গ্রুপ। নগাঁও কাগজ কল বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আমি নিরাশ হইনি। কাগজ কলের বিকল্প সৃষ্টির কল্পনা করছিলাম। আজ তা পূরণ হয়েছে। আজকের দিনটি অসমের ইতিহাসে এক বিশেষ স্বর্ণক্ষণ হিসেবে খচিত হয়ে থাকবে।'হিমন্তবিশ্ব বলেন, অসমের প্রতি সুন্দর ধারণা আছে টাটা সনস-এর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরনের। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চন্দ্রশেখরন অসমের জন্য কাজ করছেন। তিনি এখানকার নাড়ি, বায়ু, পারিপার্শকি পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত।প্রকল্প সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট নির্মাণ হবে। টাটা গ্রুপকে ৬০ বছরের লিজে দেওয়া হয়েছে ৫১৭.২৭ বিঘা জমি। ২০২৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ১৮ মাসের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য গ্রহণ করেছেন টাটা কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিন ৪৮ মিলিয়ন চিপস উৎপাদন হবে। এই প্রকল্পে ৩০ হাজার বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে।

অসমকে বিশ্বের সেমি কন্ডাক্টরের মূল হোতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করায় উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উদ্যোগ রাজ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থানের অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষীপ্র করে তুলবে।

এদিকে টাটা সনস-এর চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরন সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্টের সম্পর্কে বেশ তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, এই প্ল্যান্টে উৎপাদন হবে অটোমটিভ, ইলেকট্রিক ভেহিকলস, কনজিউমার ইলেকট্রনিকস, টেলিকম, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। গুজরাটে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ডিভাইস তৈরি করে এখানে পাঠানো হবে।

রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়ায় ক্ষুব্ধ নবান্ন : রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে জল ছাড়তে শুরু করেছে ডিভিসি। যার জেরে বাংলায় বন্যার আশঙ্কা করছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়ায় ক্ষুব্ধ নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার জানান,বন্যা-পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সব রকম প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিম্নচাপ সরে যাচ্ছে। তবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট এখনও কমেনি। বৃহস্পতিবার থেকে টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিভিন্ন এলাকা। শনিবার মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে ৭০ কিউসেক জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। মাইথন থেকে ১২ হাজার এবং পাঞ্চেত থেকে ৩৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়। এতে একাধিক নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানের নিচু এলাকাগুলির প্লাবনের আশঙ্কা তীব্র হয়েছে।

আলাপনবাবু জানান, "জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এই নিয়ে খোঁজখবর করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিধিদের পাঠানো হয়েছে"।

আলাপনবাবুর কথায়, 'দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেটরি কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ডিভিসি বাঁধ থেকে আরও ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হবে। যা বাংলার মানুষের জন্য ঘোর বিপদজনক হবে বলে আশঙ্কা রাজ্য সরকারের। আর এই জল ছাড়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি"।

কলকাতা বিমানবন্দরের 'পার্কিং বে' জলমগ্ন

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টিতে শনিবার জলমগ্ন হয়ে যায় কলকাতা বিমানবন্দরের পার্কিং বে। জল জমে যায় বিমানবন্দরের অ্যাপ্রন এলাকাতেও। বিমানবন্দর থেকে যে ছবি এবং ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে জল থৈ থৈ অবস্থা পার্কিং বে-র।

সেই জলের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে পর পর বিমান। তবে রানওয়েতে জল জমেনি বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিমান ওঠানামায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরের যেখানে বিমান দাঁড় করানো থাকে, সেই জায়গাটি জলে ভরে গিয়েছে।

পার্কিং এলাকার যতদূর চোখ যায়, জলই চোখে পড়ে। বিমান ওঠানামায় যদিও সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু বিমানবন্দরের কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। জল ঠেলে ঠেলেই এগোতে হচ্ছে। যাবতীয় কাজ করতে হচ্ছে জল ভেঙেই।একটানা বৃষ্টিতেই এমন অবস্থা বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

বিপজ্জনক বাড়ি খালি করার নির্দেশ, নাগরিকদের সাড়া মিলছে না

কলকাতা, ৩ আগস্ট(হি.স.): কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত বিপজ্জনক বাড়িগুলি যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। পৌরসভা ইতিমধ্যেই এই বাড়িগুলির মালিকদের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে এবং পজেশন সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়িগুলি খালি করার অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু অনেকেই এই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে এখনও সেই বিপজ্জনক বাড়িগুলিতে বসবাস করছেন, যা জীবনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। কলকাতা পৌরসভা জানিয়েছে, পজেশন সার্টিফিকেট পাওয়া না গেলে নতুন বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হবে না। তবুও নাগরিকরা আশ্বস্ত না হয়ে বিপদজনক বাড়িতে বসবাস চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে শহরে প্রায় ২০০০ বিপদজনক বাড়ি রয়েছে, যেগুলি যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পৌরসভা সকলকে সতর্ক করে বলেছে, নিজেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে বিপজ্জনক বাড়ি খালি করতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

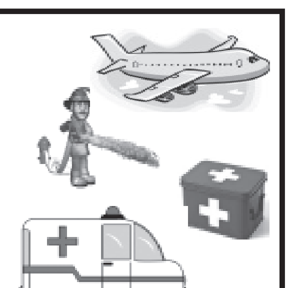

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অখিলকাণ্ডে ক্ষুব্ধ রাজ্যের বন দফতর সুবিচার চাইবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): কর্তব্যরত সরকারি মহিলা আধিকারিক মনীষা সাউকেকা রামন্ত্রী অখিল গিরির দলবল নিয়ে হুমকি ও অশালীন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ রাজ্যের বন দফতর। সূত্রের খবর, শীঘ্রই ওই দফতর বিষয়টি পেশ করবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত কারামন্ত্রীর গ্রেফতারির দাবি করেছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, সিসিএফ (চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) এবং ডিএফও (ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার)-র থেকে ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে বন দফতর। ওই রিপোর্ট এলেই ঘটনার ভিডিও ক্লিপ সহ তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। রাজ্যের শাসক দলও মন্ত্রী অখিল গিরির এই আচরণকে সমর্থন করেনি।

ওই মহিলা অফিসারের সামনে দলবল নিয়ে এসে মারমুখী অখিলবাবু যখন নানা হুঁশিয়ারি দিচ্ছিলেন, তখন বলেন, 'স্যার আমি ডিউটি করছি বলে আপনি আমাকে সরিয়ে দেবেন? আপনি বলেছিলেন যে দোকান বসবে না।'অখিলবাবুকে সে সময় বলতে শোনা যায়, "না। পঁচিশ ফুট আমরা নিলাম। এর ভিতরে আপনি আসলে ফিরে যেতে পারবেন না বলে দিলাম। আপনি আমাদের কর্মচারী, মাথা নিচু করে থাকবেন। বেশি কথা বলবেন না। এত বড় বেয়াদপ, জানোয়ার রেঞ্জার এর আগে আসেনি।'

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ শনিবার প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিকদের বলেন, 'অখিল গিরি যে ভাবে কথা বলেছেন তা দল অনুমোদন করে না। তাঁর মুখের ভাষা, শব্দ চয়ন, শরীরী ভাষার তীব্র নিন্দা করছি। এই আচরণ করে ঠিক করেননি। এগুলো আপত্তিকর। বন দফতরের জমিতে দোকান বা কাঠামো ছিল। বন দফতর বলার পরেও সরাননি। আবার নতুন করে শুরু করায় বন দফতর আপত্তি জানায়। তারপর অখিল গিরি কারামন্ত্রী যা আচরণ করেন তা নিন্দনীয়। তাঁর প্রয়োজন হলে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে জানাতে পারতেন। কারামন্ত্রীর উচিত ছিল বনমন্ত্রীর সাথে কথা বলা। অখিল গিরির উচিত ক্ষমা চাওয়া, কারামন্ত্রী সমর্থন যোগ্য কাজ করেননি। বন দফতর অফিসার নিজের কাজ করতে গিয়েছিলেন। এই আচরণের জন্য বিরুপ প্রভাব পড়ে। দল বিড়ম্বনায় পড়েন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নজর রাখছেন। দল যোগাযোগ করছে।"

রাজ্যসভায় সিপিএমের সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য অখিলবাবুর আচরণের সমালোচনা করেছেন। বিজেপি অখিলবাবুর গ্রেফতারি দাবি করেছে। এ ব্যাপারে প্রশ্নের উত্তরে কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, "সিপিএম, বিজেপি-র এ সব নিয়ে বলার কোনও অধিকার নেই। কোন বিজেপি? মধ্যপ্রদেশে বিজেপি নেতাকৈলাশ বিজয়বর্গীয়র ছেলে ব্যাট-উইকেট দিয়ে কর্তব্যরত পুরকর্মীদের মেরেছিল, ভিডিওটা আর একবার দেখান না! সিপিএম জমানায় তো এই ঘটনা ভুরি ভুরি হয়েছে! তাই আবার বলব, সিএম আর বিজেপি যেন এ নিয়ে একটা কথা উচ্চারন না করে"!

প্রসঙ্গত, ২০২২-এর ১১ নভেম্বর অখিলবাবু এক সমাবেশে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর রূপ নিয়ে প্রকাশ্য মন্তব্য করেছিলেন। তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে হয়েছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেও। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সম্পর্কেও আপত্তিকর ও বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল অখিলবাবুর বিরুদ্ধে।

মালদায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দু"দিন ব্যাপী কর্মশালা শুরু

মালদা, ৩ আগস্ট (হি.স.): শনিবার থেকে মালদায় শুরু হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) দু"দিন ব্যাপী কর্মশালা। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং মুর্শিদাবাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির টিএমসিপি নেতৃত্ব মালদা প্রস্তুতি সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। আগামী ২৮ আগস্ট কলকাতায় গান্ধী মূর্তির প্রাঙ্গণে টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ঐতিহাসিক এই সমাবেশের প্রস্তুতি হিসেবে শনিবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রস্তুতি সভায় যোগ দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃনাঙ্কুর ভট্টাচার্য, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দলীয় নেতৃত্ব। রবিবারও মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে কর্মশালা চলবে, যেখানে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং তৃণমূলের অন্যতম মুখ দেবাংশু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখবেন।উত্তরবঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক সহ ছাত্র প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। আগামী ২৮ আগস্ট কলকাতায় সংগঠনের সমাবেশ সফল করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে বিপুল পরিমাণ ছাত্র প্রতিনিধি এই সমাবেশে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

কের পূজা অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

রোধ করতেই ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় বলে জানা যায়। রাজ পরিবারের সদস্য ও মহারাজার আত্মীয়-স্বজন জুতো পরেন না। এই সময় তাঁদেরকে খালি পায়ে থাকতে হয়। এমনকি, ছাতা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। আদিভৌতিক শক্তিকে তুষ্ট করতে এই সময়কালে কোনো রকম বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান, নৃত্য, সঙ্গীত, গান-বাজনা করা নিষিদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র চন্তাইয়ের সহকারিরার সমবেত স্তোত্র পাঠ করতে পারেন।

চন্তাই বিশ্বাস করেন, কের পূজার এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে অশুভ শক্তিকে আহ্বান করা হয় এবং পূজার পবিত্রতা তাতে অশুচি হয়। কের পূজার দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর আগের দিন চন্তাই জিপ গাড়ি চড়ে পূজা স্থলে আসেন।তখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে থাকেন রাজকর্মচারীরা ও ত্রিপুরা সরকারের দেবস্থান পরিচালন কমিটির কর্মচারীরা। যারা চন্তাই ও তার সহকারীদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। পূজা শুরু হয় কামানের গোলা ফাটিয়ে। নাগরিকদের পূজা শুরুর বার্তা জানাতেই এটা করা হয়। এবং পূজার যাবতীয় উপাচার শুরু হয়ে যায়। পূজা শেষ হলেও তেমনি গোলা ফাটানো হয়। পরদিন ভোরকালে চন্তাই রাজকীয় পোশাক পরে আসেন পুজাস্থলে। তাঁর মাথায় থাকে পাগড়ি, গায়ে রঙিন ঝুলুলে জামা, সাদা ঢিলা কোমরবন্ধ এবং স্বর্ণালী সুতোর তাগা। এই পরিচ্ছদের প্রতিকী অর্থ হলো উপাস্য দেবতা এগুলোর মধ্যেই নিহিত। চন্তাই এরপর তার সহকারীদের নিয়ে এবং পেছনে সরকারী ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মানিক্য শাসনের হাতির দাঁত ও রুপো দিয়ে তৈরী প্রাচীন সিংহাসনের কাছে গিয়ে সম্মান জানান।

এর পর তাঁরা রাজবাড়ির ভেতর রাখা মঙ্গলচন্ডি দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান। এর পর তাঁদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সদর দেওরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নির্ধারিত পবিত্র স্থানের দিকে রওয়ানা করা হয়। ওই পবিত্র স্থান হচ্ছে, আয়তাকার এক খন্ড ভূমি, যা কের পূজার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত করে রাখা হয় আগে থেকেই। ওই আয়তাকার ভূমি খন্ডের প্রত্যেক কোনায় সবুজ বাঁশ গাছের খন্ড পুঁতা হয়। এই বাঁশ গাছগুলি উপাস্য দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতিক হিসেবে দেখা হয়উ বাঁশের দন্ড গুলির এক একটার এক রক রকম আকৃতি এবং প্রত্যেকটি ফুল দিয়ে মুড়ানো থাকে। এদের উপর একটি জ্যামিতিক আকৃতিতে একটি চাঁদোয়া আটকানো হয়। বাইরের দিক থেকে মন্দিরের সদৃশ এই সজ্জা। চন্তাই ও সহকারীরা উচ্চস্বরে অজানা ভাষায় স্তোত্র উচারণ করতে থাকেন।যা জনসাধারনকে অশুভ প্রভাব থেকে পরিত্রান করে বলে বিশ্বাস। চন্তাই পুজাস্থলে, বাঁশেবাঁশ ঘসে আগুন জ্বালান, পূজার পর ওই আগুনের ভস্ম উপজাতি, অ-উপজাতি লোক-জনেরা ঘরে নিয়ে যান। তারা বিশ্বাস করেন, ওই ভস্ম পরিবারে কল্যাণ করে, অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। পশু, পাখির বলি দেওয়াও এই পূজার অন্যতম উপাচার।

ত্রিপুরার রাজবাড়ি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুরান হাবেলিতে কের পূজা যেমন করা হয়, তেমনি উপজাতি সাধারণ মানুষ ফসল রোপনের পর গ্রামে গ্রামে সামাজিকভাবে এই পূজা করেন।

পৃথক পৃথক অভিযানে সাফল্য পেল বিএসএফ

আগরতলা, ৩ আগস্ট: পৃথক পৃথক অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযানে ১৪টি গবাদিপশু, বিপুল পরিমাণ চিনি, গাঁজা ও বিভিন্ন মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, গতকাল মধ্যরাতে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়েছিল বিএসএফ। চোরাচালানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে অপ্রাণঘাতী কৌশল অবলম্বন করে। বিএসএফ পাম্প অ্যাকশন গান থেকে ৩ রাউন্ড গুলি ছুড়েছে এবং সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে স্টান গ্রেনেডও ছোঁড়ে। পৃথক অভিযানে ১৪টি গবাদিপশু, বিপুল পরিমাণ চিনি, গাঁজা ও বিভিন্ন মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে।

এক যুবককের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ৩ আগস্ট: আজ সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায় তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠের পাশে প্রাত:ভ্রমণকারীরা এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। সাথে সাথে তারা তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতের মামা সন্তোষ দেবনাথ বলেন, প্রশান্ত দাস তার করইলংস্থিত মামার বাড়িতে থাকতেন। গতকাল রাতে খাবার খেয়ে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ সকালে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

চিঠি বিধায়কের

● প্রথম পাতার পর

আন্তর্জাতিক সীমান্ত) সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অনুপ্রবেশ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরায় সরকারি রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। জিআরপি (সরকারি রেলওয়ে পুলিশ) এর সাফল্য এবং বাংলাদেশী সনাক্ত করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত সন্তোষজনক। তারা বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীকে সনাক্ত করেছে এবং বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী আটক করেছে। সাম্প্রতি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ মোট ২৩জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মায়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে শিবিরে বসবাস করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এরকম কিছু রোহিঙ্গা ক্যাম্প হল কক্সবাজার বালাহালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প, লম্বাশিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প ইত্যাদি। তিনি আরও লিখেন, অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা ত্রিপুরাকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার করছে এবং ভারতের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছন। যা আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করতে পারে। ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অবৈধ বিদেশীদের দ্বারা বেআইনি কার্যকলাপ ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য একটি বড় হুমকি। অধিকন্তু, সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী নাগরিক প্রবেশ করেছে, বিশেষ করে ত্রিপুরা উপজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) অধীনে ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ করছেন। এমনকি, তারা অবৈধ নথি ব্যবহার করে ত্রিপুরায় বসবাস করে। আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হল, তাদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন কার্যকর আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশেষত টিটিএএডিসি এলাকায় নিরাপদ বোধ করে। এই ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে থেকে অন্যান্যদের প্রবেশের জন্য সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, ভারতের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বিদেশীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য একটি কমিটির গঠন করা হয়েছে। সেই আদেশে ইতিমধ্যেই একটি নির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে কমিটিকে প্রতি মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। তদনুসারে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বিদেশিদের চিহ্নিতকরণ কাজ করছে কমিটি।যেমন, এই ত্রিপুরায় একটি কমিটি গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মতো বিদেশিদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।

অনুপ্রবেশ রোধে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন, টিএসআর, ত্রিপুরা পুলিশ, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ সদস্যদের সম্মিলিতভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে চেকপোস্ট এবং ক্যাম্প স্থাপন করা, অবৈধ বিদেশীদের সনাক্তকরণ এবং প্রতিরোধের জন্য বিশেষ মোবাইল টাস্ক ফোর্স গঠন, ভারতীয় ভূখণ্ডের (ত্রিপুরা) অভ্যন্তরে অবৈধ বিদেশীদের সনাক্ত করার জন্য স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধিমান শাখা প্রতিষ্ঠা করা, বিদ্যমান অবৈধ বিদেশীদের সনাক্তকরণ এবং আটকের জন্য জনসাধারণের মধ্যে পুরস্কার/পুরস্কার ঘোষণা করা। পাশাপাশি, অবৈধ উপায়ে জালিয়াতি করে (জন্ম সনদ, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, আধার কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতা সার্টিফিকেট, স্কুল সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, পিআরটিসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি) নথি তৈরিতে জড়িত অবৈধ দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, নাগরিকদের সন্দেহজনক নথির বিষয়ে আরও তদন্ত করা ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে যারা অবৈধভাবে জালিয়াতি করে নথি পেয়েছে তা বের করা, সমস্ত বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন বিশেষ গোয়েন্দা শাখা নিযুক্ত করা, অবৈধ বিদেশীদের আশ্রয়দাতা, সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা।

পচাগলা দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ধারণা, ওই মৃতদেহ হয়ত কোন নেশা কারবারীর বা কোন নেশাখোরের হতে পারে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ছিলেন সুদীপ ঃ সুধাংশু

● প্রথম পাতার পর

থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। নাম না করে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণকে এভাবেই বিঁধেছেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, উন্নত ও প্রগতিশীল গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মানে বিজেপি মনোনীত সমস্ত প্রার্থীদেরকে পদ্ম চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য সকলে আহ্বান জানিয়েছেন।

বামেদের অর্থ সংগ্রহ

● প্রথম পাতার পর

সারা মিলেছে। কারণ, ত্রিপুরাবাসী সবসময়ই বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

ক্ষতি ৩৭টি, আংশিক ৮২টি

● প্রথম পাতার পর

সাথে সাথে প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে আমজাদনগর বিদ্যালয় এবং রামচন্দ্র রিয়াং পারা এসবি স্কুল শরনার্থী শিবিরের পৌঁছানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত রামচন্দ্র রিয়াং পারা এসবি স্কুল শিবিরে মোট ৬টি পরিবারের ১৭ টি জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ৭ জন, মহিলা ৯ জন এবং শিশু ১ জন রয়েছে। তেমনি, আমজাদনগর বিদ্যালয়ে শরনার্থী শিবিরের মোট ১৮টি পরিবারের ১১৯ জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ৫৩ জন, মহিলা ৫২ জন এবং শিশু ১৪ জন রয়েছে। তেমনি, সাব্রুমে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে প্রশাসনের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের উদ্ধার করে বৈষ্ণবপুর মাল্টিপারপাস হলে এবং বৈষ্ণবপুর বিদ্যালয়ে শরনার্থী শিবিরের পৌঁছানো হয়েছে। এর মধ্যে বৈষ্ণবপুর মাল্টিপারপাস হলে শিবিরে মোট ১৪টি পরিবারের ৫৫ জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ২৩ জন, মহিলা ৩২ জন রয়েছে। তেমনি, বৈষ্ণবপুর বিদ্যালয়ে শরনার্থী শিবিরের মোট ১৩টি পরিবারের ৪৪ জন সদ্যস রয়েছেন। যার মধ্যে পুরুষ ২০ জন, মহিলা ২৪ জন রয়েছে। তাছাড়া, বিলোনিয়ায় ২২টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

'কংগ্রেস কার্যালয় মাদ্রাসায় পরিণত', করিমগঞ্জে কমলাক্ষ ও অনুরাগের কুশপুতুল দাহ কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : কংগ্রেসের সঙ্গে মাদ্রাসার তুলনা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এবং সংসদে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দুজনের কুশপুতুল দাহ করেছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস। আজ শনিবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা।

কংগ্রেস কার্যালয় মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে বলে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের মন্তব্যের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে জেলা সভাপতি রজত চক্রবর্তী বলেন, কংগ্রেস কার্যালয় হচ্ছে সব ধর্মের সমন্বয়স্থল। তিনি কমলাক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে। এছাড়া তিনি বলেন, সাহস থাকলে অবিলম্বে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য।

এদিকে সংসদে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্যেরও তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এদিন অনুরাগ ঠাকুরেরও কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে। শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ সহ অনেকে আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটিতে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেছিলেন, করিমগঞ্জে কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রবেশ করলে মনে হয় মাদ্রাসার ভেতরে প্রবেশ করেছেন।

আগামী এক সপ্তাহ দুই বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভবানায় সিলমোহর আবহাওয়া দফতরের

কলকাতা, ৩ আগস্ট(হি.স.): আগামী সাত দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। চাপের প্রভাব সরে যাওয়ায় রবিবার ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে মঙ্গলবার পশ্চিমের জেলাগুলিতে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করবে।

গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করছে, যা উত্তর ঝাড়খন্ডে শক্তিশালী হয়ে অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি পুরোপুরি ঝাড়খন্ড হয়ে বিহারে সরে যাবে। নিম্নচাপটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে, যার অভিমুখ মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। মৌসুমী অক্ষরেখা আজমের, গোয়ালিয়ার, সিদ্ধির পর নিম্নচাপ এলাকার ওপর দিয়ে বাংলার বাঁকুড়া ও ক্যানিং হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর রাজস্থান থেকে দক্ষিণ আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ঝাড়খন্ড এবং নিম্নচাপ এলাকার পর উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দির, বীরভূমে ব্যাপক ক্ষতি

সিউড়ী, বোলপুর, রামপুরহাট, ৩ আগস্ট(হি.স.): দুদিনের প্রবল বৃষ্টি এবং ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে কঙ্কালীতলা মায়ের মন্দির সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। মন্দির চত্বরে এক বুক জল জমে যাওয়ায় মন্দির কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে মন্দির বন্ধ রাখতে হয়েছে। পুজো দিতে যাওয়ার রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

বীরভূম জেলা জুড়ে জলমগ্ন, বন্যায় ভেসে গেছে চলন্ত গাড়ি

বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন সিউড়ী, বোলপুর, রামপুরহাট, প্রবল বৃষ্টির কারণে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কোপাই সেতু ডুবে গেছে, আর তিলপারা ড্যাম থেকে ৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। লাগামছাড়া বৃষ্টির জেরে অস্থায়ী ব্রিজ ধসে ক্যানেলে ভেসে গেছে মুরগি বোঝাই একটি গাড়ি। এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।সাঁইথিয়ার ভাষা ব্রিজ ডুবে যাওয়ায় সাঁইথিয়া ও রামপুরহাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ময়ূরাক্ষী নদীর জলস্তর বাড়ায় সিউড়ীর তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে ৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এতে ভয়ের কিছু নেই তবে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর নজর রাখা হচ্ছে। এতে নদীর উপর থাকা একাধিক অস্থায়ী রাস্তা ডুবে যাবে।ইলামবাজারের মহিষপুরের কাছে কোপাই নদী থেকে বেরোনো কাদরের ওপর থাকা অস্থায়ী ব্রিজে মুরগি বোঝাই একটি চার চাকা গাড়ি ভেঙে পড়ে গেছে। গাড়ি থেকে ড্রাইভার ও খালাসী ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচেন এবং পরে পুলিশ গাড়িটি উদ্ধার করে।

ভারী বৃষ্টির কারণে সাঁইথিয়ার ফেরিঘাট ডুবে যাওয়ায় এবং নতুন ব্রিজটি সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকায় সাঁইথিয়া থেকে রামপুরহাট যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ রয়েছে। এর ফলে সাঁইথিয়া ও আশেপাশের এলাকার মানুষদের ৪০-৫০ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হচ্ছে।

রাষ্ট্র ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দিনগুলোর কথা উল্লেখ করেন, যখন ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্বের কাছে উদ্বেগের বিষয় ছিলউ কিন্তু ভারত আজ বিশ্বের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছেউ তাই, আজ খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তর সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতের মতামত অভিজ্ঞতা যথেস্ট মূল্যবান এবং তা গোটা বিশ্ব ও দক্ষিন গোলার্ধ নিশ্চিতভাবেই লাভবান হবে বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিশ্ব কল্যানে 'বিশ্ববন্ধু' ভারেতের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বিশ্ব কল্যানে ভারেতের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা স্মরন করে প্রধানমন্ত্রী এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত, মিশন লাইফ, এক পৃথিবী এক স্বাস্থ্য ইত্যাদি মন্ত্রের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শুধু মানুষ নয় ভারতে পশুপাখি, উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের বিষয়েও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও তিনি উল্লেখ করেনউ তিনি বলেন, মজবুত কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো শুধুমাত্র এক পৃথিবী, এক পরিবার এক ভবিষ্যত এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতেই মোকাবেলা করা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে কৃষি ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক নীতির মূলউ দেশের ৯০ শতাংশই ক্ষুদ্র কৃষকউ যাদের অল্প জমি রয়েছেউ তারাই ভারতের খাদ্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি উল্লেখ করেন, এশিয়ার বহু উন্নয়নশীল দেশে একই চাষবাস পদ্ধতি ও পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ভারতের মডেল প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক চাষের উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাসায়নিকমুক্ত প্রাকৃতিক চাষকে ব্যাপক মাত্রায় উৎসাহিত করতে হবেউ ইতিমধ্যেই এর ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে দীর্ঘস্থায়ী ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপক চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে, ভারতে কৃষকদের সহায়ক একটি সম্পুর্ন বাস্তুতন্ত্র বিকাশের উপর গুরুত্ব দেন তিনি। জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল উতাদনে গবেষনা ও উন্নয়নে সরকারের গুরুত্বারোপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে প্রায় জলবায়ু সহিষ্ণু ১৯ শতাধিক ধানবীজ কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারতে কৃষি ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিষাননিধি প্রকল্পে এক ক্লিকেই ১০ কোটি কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে অর্থ স্থানান্তর হয়েছে। ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো কৃষকদের ফসল সমীক্ষা করার তাৎক্ষণিক সুযোগ করে দিয়েছেউ তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ধরনের ব্যবস্থায় কোটি কোটি কৃষক উপকৃত হবেন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। তিনি বলেন, জমি ডিজিটাইলেজেশানের মাধ্যমে কৃষকদের, জমির জন্য একটি ডিজিটাল পরিচয় পত্র দেওয়া হবেউ তাছাড়া. ড্রোণ দিদিদের জন্য ড্রোণ প্রশিক্ষনের উপরও গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। এবিষয়টি ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রীউ তিনি বলেন, এই সব ব্যবস্থা শুধু ভারতের কৃষকদের উপকারে আসবে তাই নয়, বিশ্ব ব্যাপী খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করবেউ সম্মেলনে ব্যাপক সংখ্যক তরুণ তরুনীর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী দারুন উতাহ ব্যক্ত করেনউ পাঁচ দিন ধরে চলবে এই সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, নীতি আয়োগের সদস্য অধ্যাপক রমেশ চাঁদ, সম্মেলন সভাপতি অধ্যাপক মতিন কাইম, ডিএআরই এবং সচিব ও আইসিএআর — এর অধিকর্তা হিমাংশু পাঠক উপস্থিত ছিলেন।

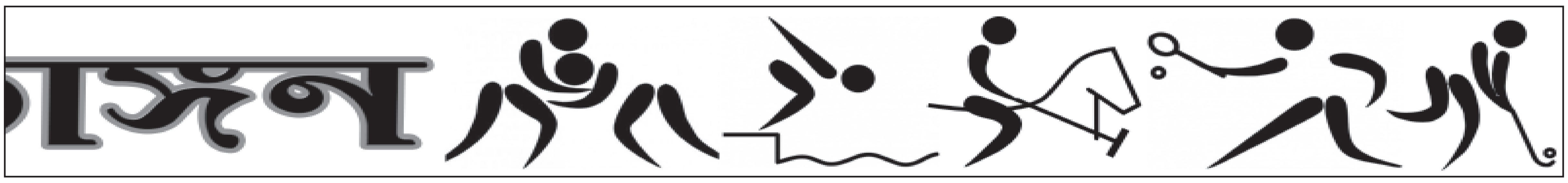

১৪তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় মাস্টার্স গেমস-এর সার্টিফিকেট রাজ্যে পৌঁছোলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেলোয়াড়দের জন্য দারুন প্রাপ্তি। ১৪ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় মাস্টার্স গেমস ২০২৪ এর সার্টিফিকেট তথা প্রশংসাপত্র রাজ্যে পৌঁছেছে। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড় কে তা যথোপযুক্ত উপায়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে সংগ্রহ করে নিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৪ তম সামার ন্যাশনাল মাস্টার্স গেমস ২০২৪ এবার গোয়ার মারগাঁও-এ ৭ থেকে ১০ জুন আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল সারা দেশ থেকে সহস্রাধিক খেলোয়াড় এবং অফিসিয়াল যথারীতি প্রতিযোগিতা ভিলেজে রিপোর্ট করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে থেকে লাগাতর ভারী বর্ষণে চার দিনব্যাপী জাতীয় আসর পুরোটাই ভেস্তে যায়। আয়োজকরা জাতীয় মানের এত বড় আসর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থগিত ঘোষণা করে পরবর্তী সময়ে অন্যত্র আয়োজনের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হন। সর্বভারতীয় ফেডারেশন তথা ন্যাশনাল ইয়ুথ স্পোর্টস এন্ড এডুকেশন ফেডারেশন, ইন্ডিয়া এই আয়োজন আগামী নভেম্বরে দিল্লিতে পুনরায় হবে বলে ঘোষণা দেন।

জাতীয় আসরে একাধিক ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা মূলতঃ এবার অ্যাথলেটিকস ইভেন্টে অংশ নিতে গিয়েছিল। সারা দেশের অন্যান্য খেলোয়ারদের মত ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রাও গোয়ায় রিপোর্ট করে ভারী বর্ষণজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ট্র্যাকে না নেমেই সবার মতোই নিজ শহরে ফিরে আসে। উদ্যোক্তারা দারুন দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন।

অংশগ্রহণকারী তথা যাঁরা রিপোর্ট করেছেন তাদের প্রশংসাপত্র নিজ নিজ রাজ্যে ডাকযোগে পাঠানোর মধ্য দিয়ে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রদের তালিকা: রীতা কর, দেবস্মিতা লোধ, আলোকদীপ মারাক, অনুরূপা সূত্রধর, আলিশা পাল, সাগর দেব, আকাশ বর্মন, আয়ুষ নমঃ, গৌতম শূর, সাহানারা বেগম, রাবিয়া বেগম, রাখী সাহা, দেবী রানী দাস, আশা দে, অনিন্দিতা পাল, টিম ম্যানেজার - আশিস কর, কোচ - অমিয় কুমার দাস ও মৌমিতা দাস।

খেলোয়ারদের প্রত্যেককে টিম ম্যানেজার তথা মাস্টার স্পোর্টস উইংয়ের কার্যকরী সভাপতি আশীষ করের সঙ্গে যোগাযোগ করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে নিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে ভাইটাল ম্যাচে ত্রিপুরা আজ উত্তরাখণ্ডের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় ফুটবল আসরে আগামীকাল ত্রিপুরার খেলা। প্রতিপক্ষ উত্তরাখন্ড। জুনিয়র বালকদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা ডা: বি সি রায় ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় স্তরের বি গ্রুপের খেলায় ত্রিপুরার ছেলেরা আগামীকাল উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।

বেলা দুইটায় আসামের নওগাঁও-এ নুরুল আমিন স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে। রাজ্য দলের পক্ষে এটি গ্রুপ লীগে তৃতীয় ম্যাচ। টুর্নামেন্টের টিকে থাকা তথা মূল পর্বে পৌঁছনোর আশা এখনও জিইয়ে রয়েছে বলা চলে। আগামীকাল রাজ্য দলের পক্ষে ভাইটাল ম্যাচ।

প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে দুই দুই গোলে ড্র করে ১ পয়েন্ট পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের কাছে ৩-৫ গোলে হেরে পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচ দলীয় বি গ্রুপে ছয়টি ম্যাচের শেষে জম্মু-কাশ্মীর দুটিতে জয় এবং একটিতে ড্র এর সুবাদে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাট। পর পর দুটি ম্যাচে ড্র করে দুই পয়েন্ট পেয়ে মধ্যপ্রদেশ ত্রিপুরা থেকে এক ধাপ উঁচুতে থাকলেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে ত্রিপুরা দল বড় ব্যবধানে জয় পেলে মূল পর্বের ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে। আগামীকালের ম্যাচের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে ত্রিপুরা দলের ভবিষ্যৎ।

জুনিয়র গার্লস ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ : বি গ্রুপ

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
রাজস্থান	৩	৩	০	০	১২-০	০৯
মহারাষ্ট্র	৩	২	১	০	১৫-৩	০৬
ত্রিপুরা	৩	১	২	০	৭-১৫	০৩
পন্ডিচেরি	৩	০	৩	০	২-১৮	০০

ফিলিমন, ভানলালের যৌথ সাফল্যে অপরাজেয় স্কাইলার্কের স্পোর্টস স্কুল জয়

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
স্কাইলার্ক	৫	৪	০	১	১৩-৫	১৩
কল্যাণ সমিতি	৪	৩	১	০	২৩-৭	০৯
স্পোর্টস স্কুল	৫	৩	২	০	১৩-৯	০৯
মৌচাক	৫	২	০	৩	৮-৫	০৯
পুলিশ আর সি	৪	২	১	১	৭-৫	০৭
বীরেন্দ্র ক্লাব	৪	১	৩	০	৯-১৬	০৩
আরসিসি	৪	০	৩	১	১-১৩	০১
নবোদয় সংঘ	৫	০	৫	০	৭-২১	০০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় স্কাইলার্কের। ভাইটাল ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে চার দুই গোলের ব্যবধানে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় হাসিল করে নিয়েছে স্কাইলার্ক। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থানও বহাল। অনেকটা মৌচাকের মতোই লাগাতর পাঁচ ম্যাচ খেলে নিয়েছে অপরাজেয়র ধারা অটুট রেখে।

মাঝে একটি ম্যাচ মৌচাকের সঙ্গে স্কাইলার্ক এক এক গোলে ড্র করেছিল। এ নিয়ে চতুর্থ জয় স্কাইলারকে ৫ ম্যাচের শেষে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে একক ভাবে শীর্ষে অবস্থান করে রেখেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় দিনের দ্বিতীয় খেলায় বি ডিভিশন লীগের ১৮তম ম্যাচে স্কাইলার্ক চার দুই গোলে ত্রিপুরা স্কুলকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধের খেলা কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্যে এক এক গোলে ড্র তে অমীমাংসিত ছিল। প্রথম গোল স্কাইলার্কের ফিলিমধ রিয়াং এর পা থেকে, ৩০ মিনিটের মাথায়।

৪ মিনিট বাদে লিয়ান মুইয়া ডার্লং স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের ৬ মিনিটের মাথায় লিয়ান মুইয়ার দ্বিতীয় গোলে স্পোর্টস স্কুল লিড নেয় ২-১ গোলে। পাঁচ মিনিট বাদে ভানলাল কিমা গোলটি শোধ করে ফের খেলায় সমতায় ফিরিয়ে আনে। প্রায় মিনিট দশে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে থাকলে একটা সময় স্পোর্টস স্কুলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্কাইলার্কের আক্রমণ জোরালো হয়।টার্নিং পয়েন্ট বলতে গেলে ৭৩ মিনিটের মাথায় রাজীব সিংহ স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে দ্বিতীয়বার হলুদ কার্ড দেখার কারণে লাল কার্ডের দৌলতে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। দশজনে খেলে স্পোর্টস স্কুলের ছেলেরা তেমন প্রতিরোধ গড়তে পারিনি। কিছুটা অস্থির খেলার কারণে হেরে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেপারি তাপস দেবনাথ, রক্তিম সাহা, তপন কুমার নাথ ও সুকান্ত দত্ত।

অপরাজেয় মৌচাকের জয় অব্যাহত হেরেই চলেছে নবোদয় সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় মৌচাক ক্লাবের। হারিয়েছে নবোদয় সংঘ কে তিন দুই গোলের ব্যবধানে। তার থেকেও বড় কথা পাঁচ ম্যাচ খেলে নেওয়া মৌচাক এখনো অপরাজেয়র ধারা অটুট রেখে এগোচ্ছে। প্রথম তিনটি ম্যাচে লাগাতর ড্র অর্থাৎ ড্রয়ের হ্যাটট্রিক এর সৌজন্যে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেওয়ার কারণে কিছুটা খেসারত দিতে হচ্ছে ঠিকই, তবে সাফল্য পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছে খেলোয়ারা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বি ডিভিশন লিগ ফুটবল আসরের ১৭ তম ম্যাচে আজ, শনিবার গুরুত্বপূর্ণ খেলায় মৌচাক ক্লাব ৩-২ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘকে পরাজিত করেছে। মৌচাকের পক্ষে লাগাতর দ্বিতীয় জয়। প্রথমার্ধেই বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ২৮ মিনিটের মাথায় রোদিন রুইয়া এবং ৩৬ মিনিটের মাথায় জাকারিয়া লাল বিয়ালার গোলে দল ২-০ তে লিড নেয়। খেলায় পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ থাকলেও প্রথমার্ধে গোল পরিশোধের কোনও সুযোগ পায়নি নবোদয় এর ছেলেরা। দ্বিতীয়ার্ধে নবোদয় সংঘ ছক পাল্টে অলআউট খেলার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিট পর দুই মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে নবোদয় সংঘ চমক তৈরি করে। ৬১ মিনিটের মাথায় রিচার্ড ত্রিপুরা এবং ৬৩ মিনিটের মাথায় কৃষ্ণকিশোর জমাতিয়ার জোড়া গোল খেলায় মুখ্যত দুই-দুই গোলে সমতা ফিরিয়ে আনে এবং দু দলের মধ্যেই পরস্পর বিরোধী খেলার গতি বাড়ায়। জয় সূচক গোলের সন্ধানে দু দলের খেলোয়ারদের যথেষ্ট উদগ্রীব দেখা গেলেও ৭৩ মিনিটের মাথায় মনীষ দেববর্মার গোল মৌচাককে ৩-২ এ এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে নবোদয় এর পক্ষে গোল পরিশোধের সুযোগ আসেনি। পক্ষান্তরে মৌচাকের খেলোয়াড়রাও গোল ব্যবধান বাড়ানোর সুবিধা করতে পারেনি। তিন দুই গোলে জয় ছিনিয়ে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে মৌচাক মাঠ ছাড়ে। এদিকে পুরো খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। এমনকি খেলার ৮৩ মিনিটের মাথায় বিজিত নবোদয় সংঘের কিষান কুমার জমাতিয়াকে দুইবার হলুদ কার্ড দেখানোর কারণে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময় নবোদয় সংঘ দশজনে খেলে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, তপন কুমার নাথ, সুকান্ত দত্ত ও সুপ্রিয়া দাস।

জুনিয়র বালিকাদের জাতীয় ফুটবলে ত্রিপুরার মিশ্র ফল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুনিয়র বালিকাদের জাতীয় ফুটবল আসরে ত্রিপুরা দল মিশ্র ফলাফল করে ফিরেছে। চারদলীয় গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স অধরা হলেও তৃতীয় স্থান নিয়ে এবারের মতো ঘরে ফিরতে হয়েছে।

কর্নাটকের বেলগামে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় স্তর গ্রুপ বি এর খেলায় রাজস্থান গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রাজস্থানের কাছেই ত্রিপুরা দল প্রথম আঘাত পেয়েছিল ৮ গোলে হেরে। পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে পন্ডিচেরিকে তিন গোলে এবং মহারাষ্ট্রকে এক গোলে হারিয়ে রাজস্থান জয়ের হ্যাটট্রিক করে তিন ম্যাচ থেকে নয় পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তথা গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। মহারাষ্ট্র ২ ম্যাচে জয়ী হওয়ার সৌজন্যে ৬ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে দ্বিতীয় শীর্ষস্থান পেয়েছে। ত্রিপুরা দল প্রথম খেলায় পন্ডিচেরিকে ৬-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানের কাছে ৮ গোলে এবং তৃতীয় ম্যাচে মহারাষ্ট্রের কাছে ১-৬ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তৃতীয় শীর্ষস্থান পেয়ে।

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল : আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে ফ্রান্স

প্যারিস, ৩ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে সেমিফাইনালে গেল ফ্রান্স। গতকাল রাতে স্টেড মাটমুট আটলান্টিক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক ফ্রান্স। কাতার বিশ্বকাপে হারের পর আর্জেন্টিনার কাছে অনেক বিদ্রুপের শিকার হতে হয়েছে ফ্রান্সকে। ম্যাচের ৫ মিনিটে মাতেতার গোলে তারই জবাব অলিম্পিকে দিল স্বাগতিক ফ্রান্স। এরপর সারা ম্যাচে সময় পেয়েও আর্জেন্টিনা গোল করতে পারেনি।পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনা বল দখলে রেখেছিল ৭০ শতাংশ সময়। আর্জেন্টিনা শট নিয়েছিল ১৬টি, এবং ১০টি শট নিয়েছিল ফ্রান্স। আর্জেন্টিনার চারটি শট ছিল লক্ষ্যে।

অপরদিকে ফ্রান্সের দুটি শট ছিল লক্ষ্যে। দিনের আরেক ম্যাচে প্যারাগুয়েকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে মিশর। ফ্রান্স মিশরের সঙ্গে সেমি ফাইনালে খেলবে।

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল : জাপানকে হারিয়ে সেমিতে গেল স্পেন

প্যারিস, ৩ আগস্ট (হি ,স.): প্যারিস অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল স্পেন। তারা জাপানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে সেমিফাইনালে গেল। আগামী ৫ আগস্ট মরক্কোর মুখোমুখি হবে স্প্যানিশরা। শুক্রবার রাতে ফার্মিন লোপেজের জোড়া গোলে জাপানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্পেন।গত অলিম্পিকের সেমিফাইনালেও এই স্পেনের কাছেই হেরে বিদায় নিয়েছিল জাপান। বার্সেলোনার মিডফিল্ডার ফার্মিন লোপেজ করেন জোড়া গোল। আর জিরোনার আবেল রুইজ ওর্তেগার গোলে বড় জয় পায় স্পেন।

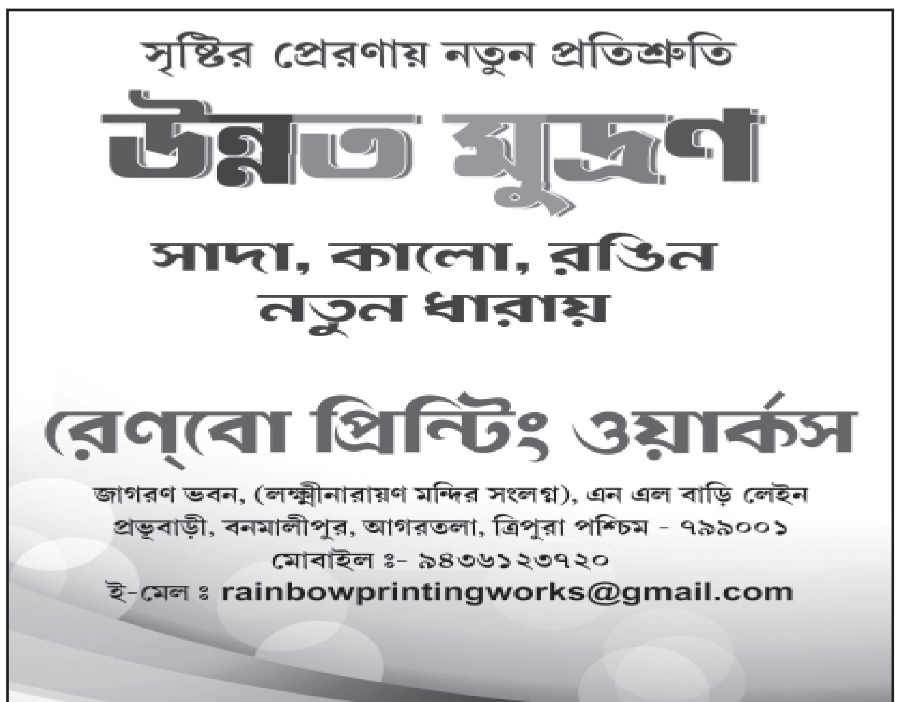

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল : আমেরিকাকে উড়িয়ে দিয়ে সেমিতে মরক্কো

প্যারিস, ৩ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিকে মরক্কো ভালো ফুটবল খেলছে। প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই আর্জেন্টিনার মতো দলকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য হেরে যায় ইউক্রেনের কাছে। এরপর ইরাকের মতো দলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে তারা। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কো হারাল আমেরিকাকে।পিএসজির মাঠে আশরাফ হাকিমিরা জয় পেল ৪-০ গোলে। প্রথমার্ধে হয়েছে মাত্র একটি গোল। ২৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন সুফিয়ানে রাহিমী। এরপর গোল পেয়েছেন ইলিয়াস আখোমাচ, আশরাফ হাকিমি ও মেহদি মাহৌব।

ইতিহাস লক্ষ্যের, প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে উঠলেন অলিম্পিকের সেমিতে

প্যারিস, ৩ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে ইতিহাস গড়লেন লক্ষ্য সেন। প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। অর্থাৎ প্যারিস অলিম্পিকে আরও একটি পদক পেতে চলেছে ভারত।

শুক্রবার ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে উঠার পথে লক্ষ্য কোয়ার্টার ফাইনালে চিনা তাইপেইয়ের চৌ তিয়েন চেনকে ১৯-২১, ২১-১৫, ২১-১৫ গেমে হারালেন।

আর একটা ম্যাচ অর্থাৎ সেমিফাইনালে জিতলেই রুপো নিশ্চিত হবে তার। হারলেও ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে নামবেন তিনি।সুতরাং ভারতের ঘরে আরও একটা পদক আসার সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

সেমিফাইনালে লক্ষ্যের সামনে সিঙ্গাপুরের লো কিন ইউ (র‍্যাঙ্কিং ১২) এবং ডেনমার্কের ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের (র‍্যাঙ্কিং ২) মধ্যে একজন। ওই ম্যাচ জিতলে সোনা বা রুপো নিশ্চিত। হারলে ব্রোঞ্জ পদকের জন্য লড়ার সুযোগ পাবেন।

অলিম্পিক টেনিস: রেকর্ড গড়ে অলিম্পিকের ফাইনালে আলকারাস

প্যারিস, ৩ আগস্ট (হি.স.): ১৯৯৮ সালের পর 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' টেনিস আবার শুরু হয়েছে। এরপর সবচেয়ে কম বয়সে ফাইনালে উঠে রেকর্ড করলেন আলকারাস। গতকাল রাতে ফাইনালে ওঠার পথে কানাডার ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিমেকে মাত্র ৭৫ মিনিটে সরাসরি ৬-১, ৬-১ গেমে হারালেন আলকারাস। আলকারাস সেমিফাইনালে খেলবেন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নোভাক জোকোভিচ- লরেঞ্জো মুসেত্তির মধ্যে যে জিতবে তার সঙ্গে। রবিবার হবে ফাইনাল। আর ফাইনাল যদি জিততে পারেন অলকারাস তাহলে তিনিই হবেন

ত্রিপুরা থেকে প্রথম তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্তি পাওয়ার পর শনিবার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেব্বর্মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও মায়েদের পুষ্টিকর খাবার ক্রয়ে অর্থের যোগান দিচ্ছে না সরকার ঃ অভিযোগ

আগরতলা, ৩ আগস্ট: দ্রব্যমূল্য লাগামহীন ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সংহতি দেখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির শিশু ও মায়েদের পুষ্টিকর খাবার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থের যোগান দিচ্ছে না সরকার। ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা।

গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য সামগ্রী শিশু মায়েদের মধ্যে সরবরাহ করতে পারছেন না তারা। এমনই অভিযোগ উঠে এলো খোদ কুমারঘাট মহকুমার সিডিপিও হরিপদ দেবনাথের বক্তব্য থেকে। রাজ্যের অনেক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রেই প্রতিদিন শিশুদের যে খাবার খাওয়ানো হয় তা গুনগত মান সম্পন্ন নয় এবং সঠিকমতো খাবারও দেওয়া হয়না বলে অভিযোগ একাংশ অবিভাবকদের। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার একাংশ অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলগুলো থেকেও এমন অভিযোগ উঠে আসে প্রায়শই। এবিষয়ে মহকুমার শিশু উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে ঘটনার কারন জানতে চাওয়া হলে অকপটে ঘটনা স্বীকার করলেন সিডিপিও।

তিনি জানিয়েছেন কুমারঘাট মহকুমায় ২২৯ টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে নিয়ম করে শিশুদের খাওয়ানো হয় খিচুড়ি, সুজির হালুয়া এবং মুড়ি,ডিম, ছোলা সেদ্ধ, চিড়ার পোলাও ইত্যাদি। তিনি জানান, সরকারের খাদ্য দপ্তর থেকে বিদ্যালয়ের জন্য চাল-ডাল সরাসরি সরবরাহ করা হয় ঠিকই, কিন্তু ডিম, মুড়ি,সয়াবিন থেকে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী খোলা বাজার থেকেই কিনতে হয় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদেরকে।

তিনি বলেন, বাজার থেকে কেনার জন্য দপ্তর সামগ্রীর যে মূল্য নির্ধারন করে, বাজারে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারনে তা দিয়ে খাদ্য সামগ্রী কেনা মুশকিল হয়ে পড়েছে দিনিমনিদের পক্ষে।

তিনি জানিয়েছেন, এর মধ্যেই সবকিছুর ব্যাবস্থা করতে হচ্ছে দিনিমনিদেরকে। আর উনার এই বক্তব্যেই পরোক্ষে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সবকিছু ম্যানেজ করতে গিয়ে খাবারের গুনগত মান বজায় থাকার বিষয়টি নিয়ে।

তিনি এও জানিয়েছেন, কুমারঘাটের আইসিডিএস অফিসটি দীর্ঘদিন ধরেই ধুঁকছে কর্মী স্বল্পতায়। এতে ব্যাহত হচ্ছে অফিসের কাজকর্ম। অফিসটিতে প্রাথমিকভাবে অন্তত একজন করনিক দেওয়ার জন্য বারবার প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েও কিছুই কাজ হয়নি বলে জানিয়েছেন সিডিপিও।

শুধু তাই নয়, অনেক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামোগত অবস্থাও বোহাল। বৃষ্টি হলেই অনেক স্কুলের ছাওনি বেয়ে জল প্রবেশ করে ঘরের ভেতর বলেই অভিযোগ। এতে কচিকাচাদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদেরকে। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র নিয়ে অবিভাবকরা যে অভিযোগ উত্থাপিত করেন তা যে একেবারে মিথ্যেও নয় তা এদিন উঠে এলো আধিকারিকের বক্তব্যেই। ত্রিপুরায় শিক্ষা বিপ্লবের ব্যাপক প্রচার সত্ত্বেও প্রাথমিক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রেরই এমন হালে সরকারের শিক্ষা বিপ্লবের প্রচার নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

চড়িলামে দুটি গ্রামের বহু মানুষ জ্বরে আক্রান্ত ঃ উদ্বেগ

চড়িলাম, ৩ আগস্ট।। চড়িলাম ধারিয়াথল ভিলেজের পুরান লেম্বুতলী এবং গয়ারাম কোবরা পাড়ার অসংখ্য জনজাতিরা জ্বরে আক্রান্ত। ঐ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষ চাইছেন সরকারি সাহায্য, এমনকি স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য দাবি করছেন।

তিন চার দিন ধরে এই দুটি গ্রামে এক এক করে ছোট-বড় সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে ধারিয়াথল ভিলেজের পুরান লম্বুতলীর বাসিন্দা বিশু কুমার দেববর্মা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। আরো দুজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদেরকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন দিন ধরে চলছে দুটি গ্রামের রোগীর ভিড়। তারা সকলেই জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিচ্ছেন।

ঐ দুটি গ্রামের জনজাতিদের দাবি আগামী দিন যেন এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। তারা চাইছেন সরকারি সহযোগিতা। জনজাতিরা এও বলছেন যে বে খবর স্বাস্থ্যকর্মীরা এমনকি বে খবর বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ কোনরকম পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। বে খবর সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক। এলাকা দুটো গ্রামে জ্বরে মহামারীর রূপ নিয়েছে বর্তমানে উধাও স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রতিটি ঘরে ঘরে আক্রান্ত হচ্ছে একের পর এক সকলেই।

বিএসএফের হাতে আটক তিন বাংলাদেশী

আগরতলা, ৩ আগস্ট: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুটি পৃথক অভিযান চালিয়ে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রামনগরের অর্নগত লঙ্কামুড়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে সন্দেহভাজন দুইজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর গুলি চালানোর পর স্টান গ্রেনেড (নন লেথাল) নিক্ষেপ করে বাংলাদেশে ফিরে আসে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, গতকাল রাতে বিএসএফ টহলদারীর সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের অধীনে বিওপি ইয়াকুবনগর এলাকায় সীমান্ত বেড়া অতিক্রমন করার সময় ১ বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে ।গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ অভিযানে দেশি মদ উদ্ধার, আটক ২

আগরতলা, ৩ আগস্ট: আজ সকালে মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে মধুপুর জামচৌমুহনী এলাকা থেকে দেশি মদ বোঝাই গাড়ি সহ দুইজনকে গ্রেফতার করে।

জানা গিয়েছে, মধুপুর থানার পুলিশ এবং বিএসএফের কাছে সেই গোপন খবর অনেক পূর্ব থেকে ছিল পরবর্তী সময়ে শনিবার সকালবেলা ওই এলাকায় উৎপাতে বসে থাকে। এদিকে দুই মদব্যাপারী সমির সরকার এবং উৎপল দত্ত একটি মারুতি বোঝাই গাড়ি করে যার নম্বর টিআর০৭০৩৪৩ দেশি মদ সহ মধুপুরের দিকে আসতেই পুলিশ তাদের আটক করে। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে মধুপুর থানায়।

আরও জানা যায়, ৫০০ লিটারের অধিক দেশী মদ ছিল সেই গাড়ির মধ্যে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকার অধিক। এদিকে মধুপুর থানার বড়বাবু দেবজিত চ্যাটার্জি জানান গোপন খবরের ভিত্তিতেই সেই অভিযান সংঘটিত করা হয় এবং সাফল্য আসে। তবে আগামী দিনেও তা জারি থাকবে। পরবর্তী সময়ে সেগুলি মহকুমা আদালতে সুপর্ণা করা হয়। দীর্ঘদিন যাবত মধুপুর, কোনাবন, কৈয়াডেপা ইত্যাদি এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন মদ ব্যাপারী দীর্ঘদিন যাবত আগরতলায় দেশী মদ বিক্রি করে আসছেন। তবে তাদের বিরুদ্ধে আগামী দিন পুলিশ মাঠে নামবে বলে ও জানান।

খোয়াই জেলায় বিজেপির যোগদান সভা

খোয়াই, ৩ আগস্ট: পশ্চিম গণকী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এক জন সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। বাম আমলের প্রাক্তন প্রধান মহানন্দ দাস আজ বিজেপিতে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার এবং বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার সহ খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের নেতৃবর্গ।

অপরদিকে আজ সকালে খোয়াই জেলা পরিষদের ৪ নং আসনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী রঞ্জিত দেবনাথের সমর্থনে বারবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত করল কংগ্রেস। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কর্মীরা।

টমটম চালককে বেধড়ক মারধর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

আগরতলা, ৩ আগস্ট: রামনগরে এক টমটম চালককে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রামনগর ৭ নাম্বার রোড এলাকার এক গরীব অসহায় টমটম চালককে বিনা অপরাধে মারধর করে অন্য গাড়ির চালক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে টমটম চালকদের সংগঠনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

প্রসঙ্গত, কোন এক গাড়ির সাথে ধাক্কাকে কেন্দ্র করে বিনা অপরাধে মার খেতে হল এক টমটম চালককে।পরবর্তীতে ওই টমটম চালক তাদের সংগঠনকে খবর দিলে সংগঠনের কর্মীরা দুর্গা চৌমুহনি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে গাড়ির নাম্বার সহ এফআইআর করেন। দাবী রাখেন ঘটনাটির যাতে সুষ্ঠু তদন্ত বিচার করা হয়।

রাতের আঁধারে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ৩ আগস্ট: কালী বাজারে পাহারাদারদের ঘুমে রেখে দুই দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। গতকাল রাতে কালী বাজারের সঞ্জিত সরকার এবং নন্দন সাহার দোকানে দুঃসাহসিক এই চুরি কান্ড ঘটায় চোরের দল। নগদ টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় কিন্তু কি পরিমান নগদ টাকা এবং সামগ্রী চুরির চুরি হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, দোকানের পেছনের দিকের জানালা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে চোরের দল,প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলে এবং চুড়িকান্ড সংগঠিত করে। পাশপাশি তিনি এও জানান, আজ নিয়ে গত এক মাসে ৪ দোকানে চুরি কান্ড ঘটে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই পুলিশ চোরদের ধরতে ,আইনের আওতায় আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ধর্মনগর শহরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবনে লার্নার্সের ৯ম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩ আগস্ট: শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর ধর্মনগর শহরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে লার্নার্সের ৯ম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসব। লার্নার্স এডুকেশনাল সোসাইটি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য একটি নাট্যদল। তাদের পরিবেশিত বিভিন্ন নাটক দেশে ও বিদেশে দর্শকের মন জয় করেছে ও প্রসংশা কুড়িয়েছে। প্রতি বছরের মত এবছরও লার্নার্স আয়েজন করেছে তাদের ৯ম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসবের। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সমর চক্রবর্তী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খ্যাতনামা যাত্রা শিল্পী মানিক দেবনাথ,লার্নার্স এডুকেশনাল সোসাইটির সভাপতি মনিদীপ দাস, সম্পাদক রত্নদীপ চক্রবর্তী,সহ সভাপতি সন্তোষ ভট্টাচার্য্য সহ লার্নার্সের সকল সদস্য সদস্যারা। ২রা ও ৩রা আগস্ট এই দুদিন ব্যাপী চলবে এই নাট্যোৎসব। যেখানে নাট্যোৎসবের প্রথমদিনে সৃষ্টি দাসের নির্দেশনায় ডান্স ভার্সের "কান্তারা" নামের একটি নৃত্য নাট্য পরিবেশন করে ডান্স ভার্সের শিল্পীরা যা দর্শকের কাছ থেকে অনেক প্রসংশা পায়। এরপর আগরতলার নাট্যদল রাঙ্গামাটি নাট্যক্ষেত্রের প্রযোজনা শঠে শঠ্যাং যার নির্দেশনায় ছিলেন উওম দাস, উনার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এটিও দর্শকের প্রসংশা কুড়োয়।

৩রা আগস্ট আগরতলার নাট্যভূমি নাট্যদলের নাটক মানিব্যাগ যার নির্দেশনায় রেয়েছেন সঞ্জয় কর। উনার নাটক মঞ্চস্থ করবেন। লার্নার্সের ৯ম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসবের মঞ্চ এবার তারা উৎসর্গ করেছে বিজয় লক্ষ্মী সেনের স্মৃতিতে। লার্নার্সের ৯ম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লার্নার্সের দশম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসবের লোগো প্রকাশিত হয় ।লার্নার্স এডুকেশনাল সোসাইটি তাদের দশম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসব উৎসর্গ করতে চলেছে তাদের দলের সদস্য বিশাল শর্মার স্মৃতিতে।

ইতিমধ্যেই এই দশম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসবকে নিয়ে লার্নার্স একাধিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং দশম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসবের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

সংস্কারের অভাবে বলদাখাল ব্রিজ থেকে পালপাড়া যাওয়ার রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত

আগরতলা, ৩ আগস্ট: বলদাখাল ব্রিজ থেকে পালপাড়া যাওয়ার রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তাটির সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রশ্নবানে জর্জরিত হওয়ার আশঙ্কায় জেলা পরিষদের শাসকদলের প্রার্থীও এলাকায় আসছেন না। প্রসঙ্গত, আগরতলা শহর লাগুয়া বলদাখাল ব্রীজ সংলগ্ন পালপাড়া এলাকার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সংসার হয়েছে। এলাকাটি বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর বিধানসভার অন্তর্গত। বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি এই রাস্তায় পা রাখেননি। গত পাঁচ বছর ধরে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রাস্তাটি সংস্কারের জন্য নূন্যতম সুপারিশ করেননি বলে অভিযোগ।

আরপিএফ এবং বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে ভারতীয় টাউট গ্রেফতার

আগরতলা, ৩ আগস্ট: গতকাল আরপিএফ এবং ৪২ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান যৌথভাবে মধ্য চারিপাড়ার সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস বলেন, গতকাল আরপিএফ এবং ৪২ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান যৌথভাবে মধ্য চারিপাড়ার সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানে এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নাম রুপন মিয়া। তার নামে আগেও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশীদের ত্রিপুরায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশে সাহায্য করত। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

খোয়াই ব্লকে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীর ঝড়ো প্রচার, যোগদান

খোয়াই, ৩ আগস্ট: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচনে খোয়াই ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের এলাকায় বিজেপি দলের মনোনীত জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীর সমর্থনে বাড়ী বাড়ী প্রচার কর্মসূচীতে বিপুল সাড়া মিলেছে। এদিকে, পশ্চিম গণকী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এক জন সমাবেশে বাম আমলের প্রাক্তন প্রধান মহানন্দ দাস আজ বিজেপিতে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার এবং বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার সহ খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রের নেতৃবর্গ।

অপরদিকে আজ সকালে খোয়াই জেলা পরিষদের ৪ নং আসনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী রঞ্জিত দেবনাথের সমর্থনে বারবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচি সংগঠিত করল কংগ্রেস। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য কর্মীরা।

গত ২৩ জুলাই থেকে ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের এলাকায় সাতসকালে বাড়ী বাড়ী প্রচারে বের হচ্ছেন বিজেপি-র নেতা কর্মী ও প্রার্থীরা। প্রচারে বেরিয়ে তারা কথা বলছেন বিভিন্ন অংশের মানুষজনের সাথে।বিভিন্ন গ্রামের মানুষও বিজেপির নেতা কর্মী ও প্রার্থীদের কাছে পেয়ে খোলামেলা আলাপচারিতায় মেতে উঠছেন। মতামত বিনিময় দুই পক্ষে।

পঞ্চায়েতের কাজকর্ম, গ্রামীন এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণ করেছেন সেই সকল বেনিফিশিয়ারিরা তাদের পাকা ঘর নেতৃত্বদের ডেকে নিয়ে দেখাচ্ছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ গ্রামের সমস্যা গুলিও নেতৃত্ব ও প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরছেন।

তাছাড়া পার্টিও নেতৃত্বরা সাধারণ মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছেন আগামী দিন অসমাপ্ত কাজগুলি দ্রুত সমাপ্ত করার চেষ্টা করা হবে।শুক্রবার সাতসকালে বৃষ্টির মাঝেই বাড়ী বাড়ী প্রচার চলে বিজেপির। এদিন পশ্চিম গণকী পঞ্চায়েতের এলাকায় বিজেপি--- র জেলা পরিষদের ৬ নং আসনের প্রার্থী অনুকূল চন্দ্র দাস ও খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী দীপ্তি রানী দাসকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী প্রচারে যান বিজেপি- র নেতা কর্মীরা।

এখানে বাড়ী বাড়ী প্রচারে নেতৃত্বদেন পার্টির মন্ডল কমিটির সদস্য তথা পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রভারী বিজয় কুমার দেবনাথ। খোয়াই আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম গণকী গাও সভায় শাসকদলের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএম। পঞ্চায়েত স্তরে বিজেপির প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়যুক্ত হয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাক প্রায় তিন হাজার হাজার ভোটার রয়েছে।

বিজেপি দলের নেতৃত্ব বিজয় কুমার দেবনাথ জানান, বিশাল ভোটের ব্যবধানে আমরা নিশ্চিত জয় লাভ করব।পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত স্তরে কোথাও কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল একটি আসনও পাবে না। ১২ ই আগস্ট ভোট গণনা শেষে তা প্রমাণ হবে।

তিনি বলেন, মোদীজির নেতৃত্বে একটা স্বচ্ছ ও গরিবের উন্নয়নকামী সরকার চলছে রাজ্যে। জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা নেতৃত্বে জনমুখী সরকার গরিব কল্যাণে গত ৬ বছর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার গরিব, শ্রমিক ও কৃষক অংশের মানুষের জন্য যে প্রকল্প এবং যে সুবিধা প্রদান করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জয় নিশ্চিত।

তাছাড়া, আরো বলেন খোয়াই আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম গনকি গ্রাম পঞ্চায়েতর ১১টি আসনে মধ্যে বিরোধী দল প্রার্থী দিতে পারেনি। পঞ্চায়েতের ১১ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে শাসক ও বিরোধীদের ভোট প্রচার

হাতে গোনা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার ডান-বাম উভয় শিবিরে পরিলক্ষিত হলো জোরদার প্রচারের চিত্র। ছবি ঃ নিজস্ব

আগরতলা, ৩ আগস্ট: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে ভোট প্রচার জমে উঠেছে। বিজেপি ও সিপিআইএম প্রার্থী কোমর বেধে ময়দানে নেমেছেন। জয় নিয়ে উভয় প্রার্থীই আশাবাদী। তবে ভাগ্য নির্ধারণ করবেন গণদেবতারাই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে চলছে প্রচার। ডুকলি পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনের প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ত্রিমুখী। যদিও কংগ্রেসকে প্রচারে তেমন দেখা যাচ্ছে না।

তবে শনিবার বামফ্রন্ট প্রার্থী ও বিজেপি প্রার্থীর প্রচার পরিলক্ষিত হয়। বিজেপি প্রার্থী উত্তম দাসের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে যান বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়িকা মিনা রানী সরকার। অপরদিকে ,বামফ্রন্ট প্রার্থী মুকুল সরকারের হয়ে প্রচারে বাড়ি বাড়ি যান বাধারঘাট এলাকার বিজিত প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার।জমে উঠেছে প্রচার।এখন দেখার গণদেবতার রায় কার পক্ষে যায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।